মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২৩ ঈসায়ী
জমা:সানি-রজব ১৪৪৪ হিজরী
পৌষ-মাঘ ১৪২৯ বাংলা

বল্লা আহলে হাদীস জামে মসজিদ- বল্লা, টাঙ্গাইল।

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব
৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

জানুয়ারী	২০২৩ ঈসায়ী
জমাঃ সানি-রজব	১৪৪৪ হিজরী
পৌষ-মাঘ	১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترپشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
- আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধির দায়িত্ব.....০৩
  মুহা : আবদুশ্ শাকুর

দারসুল হাদীস
- দুনিয়ায় আমরা সবাই মুসাফির.....০৫
  শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব

সম্পাদকীয়
- বিদায় ২০২২ ঈসায়ী সন; ২০২৩ হোক শিক্ষার বছর.....০৭

প্রবন্ধ :
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ.....০৮
  মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান
- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা.....১১
  মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
- ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা.....১৩
  ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- রিজাল-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা যায় কি?.....১৭
  প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল ইসলাম
- প্রসঙ্গ : ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতি ও হুথি শিয়াদের আকীদা মতাদর্শ.....২৪
  শেখ আহসান উদ্দিন
- প্রজেক্টর নিয়ে কিছু কথা.....৩০
  সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
- কুরআন বুঝার জ্ঞান : উলূমুল কুরআন.....৩৩
  সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব
- শরয়ী দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট আলেমের মৃত্যু.....৩৬
  শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান
- থিংকিং ডিসকোর্স.....৩৯
  মাযহারুল ইসলাম
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৫

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধির দায়িত্ব

মুহা: আবদুশ্ শাকুর★

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

আয়াতটির সরল অনুবাদ : এবং যখন তোমার রব ফেরেশতাগণকে বললেন : নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো, তারা বললো : আপনি কি যমীনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসা গুনগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তিনি বললেন : নিশ্চয় আমি যা পরিজ্ঞাত আছি তা তোমরা জান না।

আয়াতটির প্রতি মনোনিবেশ করলে বিষয়টি অতীব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ইচ্ছার বাস্তবরূপ দিতে ফেরেশতাদের কোনো ওজর আপত্তির প্রতি মোটেই তোয়াক্কা করেননি বরং তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করলেন এবং আদম আলাইহিস সালাম-কে পৃথিবীময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের মহাসম্মানে ভূষিত করলেন।

মহীয়ান গরীয়ান রব্বুল ইযযাতের দেয়া সম্মানপ্রাপ্ত আদম তথা বনি আদমকে মানবের কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বহু কল্যাণকর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন।

★ সাবেক উপাধ্যক্ষ- বেলদী ফাযিল মাদরাসা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আল কুরআনুল হাকীমে ঘোষণা করেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

তোমরাই তো উত্তম জাতি যাদের মানুষের কল্যাণ ও হিতকামনায় এ জগতে আবির্ভাব/আগমন করানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে আর অন্যায় কাজকর্ম থেকে বিরত রাখবে এবং নিজেরাও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হয়ে থাকবে।

আমরা আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানুষ এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনে কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে দুনিয়ার ছোট্ট জীবন শেষ করে ফেললে আল্লাহ প্রদত্ত নে'আমতের না- শুকুর হবে।

এ পর্যায়ে অসংখ্য হাদীসে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূল ﷺ বলেন :

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا.

অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময় মিষ্টি ফলের মতো আকর্ষণীয়। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করো। অতএব তোমরা দুনিয়াকে এড়িয়ে চলো।[১]

আমাদের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানবের কল্যাণকর কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যারা আমার জন্য (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম সাধনা করবে তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাব।[২]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির সেরা মানবকে সদা-সতর্ক হয়ে সজাগ দৃষ্টিতে আপন দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে বলেছেন। ঐ শুনুন! আল্লাহর ঘোষণা :

[১] সহীহ মুসলিম হা : ২৭৪২, ৬৮৪১,
[২] সূরা আল-আনকাবুত আয়াত : ৬৯

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তজ্জনে প্রশংসা প্রার্থী, এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করো না যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত বরং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।[৩]

মহান আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জ্ঞানবানদের জন্যে বহুবিধ নির্দেশনালী কুরআনুল করীমে ঘোষণা করেছেন।

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শায়ীত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে, এবং বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি আপনিই পবিত্রময়। অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجل إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عِظْنِي وَأَوْجِزْ. فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس.

আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসল এবং বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু শিখিয়ে দিন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, 'যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবে তখন মনে করবে যেন তুমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করো না যে জন্য তোমাকে ক্ষমা চাইতে বিব্রত হতে হয়। আর অন্যের যা আছে তা কামনা করো না।[৪] এটি একটি হাসান হাদীস, শায়খ আলবানী সহীহাতে।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নানাবিধ উপাদেয় ও কল্যাণকর কাজের জন্য নিয়োজিত করেছেন যে সব আঞ্জাম দেয়া আমাদের জন্য বাঞ্চনীয়।

হে দয়াময় কৃপানিধান আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার সন্তোষজনক কাজ করার তৌফিক দান কর। আমীন ❑

কবর যিয়ারতের সময় দু'আ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ : (১) আস্সালামু 'আলাইকুম আহ্লাদ্ দিয়ারি মিনাল ম'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা'আল্লাহু বিকুম লাহিকূন, নাস্ আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল 'আফিয়াতা।

অর্থ: হে নির্জন গৃহের বাসিন্দা মু'মিন মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, ইনশা'আল্লাহ্ আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। আমরা তোমাদের ও তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে নিরাপত্তা কামনা করছি। *সহীহ মুসলিম*

«اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

উচ্চারণ : (২) আস্সালামু 'আলা আহ্লিদ্ দিয়ারি মিনাল ম'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতা'খিরীন, ওয়া ইন্না ইনশা'আল্লাহ বিকুম লাহিকূন।

অর্থ : হে নির্জন গৃহের বাসিন্দা মু'মিন মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদের মধ্যকার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলিমগণের প্রতি দয়া করুন। ইনশা'আল্লাহ্ আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। *সহীহ মুসলিম, সুনান নাসাঈ*

[৩] *সূরা আলে ইমরান আয়াত : ১৮৮*

[৪] *মিশকাত হা : ৫২২৬, ইবনু মাজাহ হা : ৪১৭১, সিলসিলাতুস সহীহাহ্ হা : ৪০০, সহীহুল জামি হা : ৭৪২*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

দুনিয়ায় আমরা সবাই মুসাফির

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»

হাদীসের সরল অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী ﷺ একবার আমার দু'কাঁধ ধরে বললেন : তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী বা পথচারী।

আর ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন : যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন আর সকালের অপেক্ষা করো না, আর যখন সকালে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় অসুস্থতার প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[৫]

বর্ণনাকারীর পরিচয় : আব্দুল্লাহ বিন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ সাহাবী ছিলেন। বয়সে তিনি বয়োকনিষ্ঠদের অন্যতম এবং তিনি দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। তিন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম।

এ বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহাবী হিজরতের ১০ বছর পূর্বে মাক্কাতুল মুকাররামায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মাতা যায়নাব বিনতে মায্উন রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি তার বাবার সঙ্গে মাক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাবা মার সঙ্গেই হিজরত করে মদীনায় গমন করেন।

তিনি ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। যাতে বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি হাদীস সঙ্কলন করেন। আর এককভাবে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ ৮১টি এবং ইমাম মুসলিম ৩২টি হাদীস সঙ্কলন করেন। তিনি ৭৩ মতান্তরে ৭৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আস-সাকাফী তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতি করেন এবং মুহাজিরগণের কবরস্থানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

হাদীস পর্যালোচনা : আলোচ্য হাদীসে দুনিয়ার লোভ-লালসা পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ এবং মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কেননা মৃত্যু কখন কাকে পাকড়াও করবে তা কারো জানা নেই। প্রত্যেক আত্মাকেই তো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। কাজেই জীবন ও সুস্থতা থাকতে এ দুটো নিয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাই প্রকৃত বিশ্বাসীর কাজ। আলোচ্য হাদীসে উক্ত বিষয়গুলোই অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

﴿كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ﴾

নাবী ﷺ-এর কথা : দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা প্রবাসী।

অর্থাৎ; দুনিয়াটা মোটেও স্থায়ী কোনো বাসস্থান নয় যেখানে চিরকাল অবস্থান করা যায় এবং নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বরং দুনিয়াটা অতিদ্রুত পশ্চাদ্ধাবনকারী ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি যাত্রাবিরতী ছাড়া কিছুই নয়।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

«ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلٌ»

দুনিয়া পেছনের দিকে ছুটে চলছে এবং আখিরাত সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর এ দুটো জায়গায় মানুষ

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৫] সহীহ বুখারী হা : ৬৪১৬

একান্তভাবে কামনা করতে থাকে। তবে তোমরা আখেরাতের কামনাকারী হয়ে যাও, দুনিয়াপ্রত্যাশী হয়ো না। কারণ আজকের দিনটা এমন যেখানে আমল রয়েছে, হিসাব নেই। আর আগামী দিনটা (আখিরাতের দিন) এমন হবে যেখানে হিসাব রয়েছে, কিন্তু কোনো কর্ম নেই। অর্থাৎ কোনো আমলের সুযোগ নেই।[৬]

সুতরাং দুনিয়া মোটেও স্থায়ী ঠিকানা নয় বরং তা দ্রুত পলায়নকারী।

নাবী ﷺ দুনিয়া সম্পর্কে বলেন :

«مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»

দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী বা মুসাফির ছাড়া তো তেমন কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।[৭]

অর্থাৎ দুনিয়াটা স্থায়ী পরিকল্পনা, স্থায়ী বাসস্থান ও চিরদিন থাকার কোনো জায়গা নয় বরং দুনিয়াটা এমন জায়গা যেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য মাল-সামান নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকাটা অতীব জরুরি ও অত্যাবশ্যক। যে কোনো সময় এ দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। তাই তো অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنه বলতেন :

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ.....

যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের অপেক্ষা বা প্রত্যাশা করো না এবং যখন সকালে উপনীত হবে তখন সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষা করো না।

অর্থাৎ সদাসর্বদা এ দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক। যে কোনো সময় তা ছেড়ে দিয়ে রবের পানে পাড়ি জমানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ () لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

এমনকি যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। এটা তো তার একটা কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে আবরণ থাকবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।[৮]

মৃত্যু কোনো বার্তা দিয়ে আসে না এবং কোনো সঙ্কেতও দেয় না। যখন আসে তখন তো কোনো অবকাশ দেয় না। কাজেই মৃত্যু আসার আগেই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। নাবী ﷺ বলেছেন :

استعد للموت قبل نزول الموت.

অর্থাৎ, মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।[৯]

মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের যতটুকু সময় পাওয়া যায় তা মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ ও বড় নিয়ামত। যেমন আব্দুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنه বলেন :

ومن حياتك لموتك.

তোমার জীবিত থাকার অবস্থাকে মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসাবে গ্রহণ করে নাও। কারণ মৃত্যু তো যে কোনো সময় আসতে পারে। কাজেই যতটুকুই জীবন পাওয়া যায় তা অবশ্যই আখিরাতের মাল-সামান সংগ্রহের নিয়ামত।

হাদীসের শিক্ষা :

১. মুহাব্বাত ও ভালোবাসার সহিত দীন শিক্ষা দেওয়া নাবী ﷺ-এর শিক্ষা।

২. ছোটদের প্রতি স্নেহ করা, আদর ও ভালোবাসা দেওয়া বড়দের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩. দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে দূরে থাকা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক।

৪. দুনিয়ার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যত মজবুত হবে আখেরাতের সাথে তার সম্পর্ক ততটাই ভঙ্গুর হবে।

৫. সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা প্রকৃত মুমিনের আলামত।

৬. সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় নিয়ামত ।

৭. সময়ের মূল্যায়ন মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যার ওপর ব্যক্তির সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। ◻◻

[৬] *সহীহ বুখারী- ৮/৮৯ পৃ:*
[৭] *তিরমিযী হা : ২৩৭৭*
[৮] *সূরা আল-মুমিনূন আয়াত : ৯৯-১০০*
[৯] *মুস্তাদরাক হাকিম হা : ৭৮৬৮ সহীহ*

সম্পাদকীয়

বিদায় ২০২২ ঈসায়ী সন; ২০২৩ হোক শিক্ষার বছর

الافتتاحية

বছর আসে, বছর যায়। এরই ধারাবাহিকতায় আরেকটি বছর ২০২২ কালের গর্ভে বিদায় হলো। ঘরের দেয়ালে, ডায়েরীর পাতায়, বর্ষগণনায়, দৈনন্দিন কর্মপরিচালনায়, ক্যালেন্ডারের পাতায় নতুন বছরের দিনলিপি সংযোজন। স্বাগত ২০২৩ ঈসায়ী নববর্ষ। মুসলিম ধর্মীয় জীবনে খ্রিষ্টবর্ষের কোনো প্রভাব না থাকলেও দৈনন্দিন কর্মময় জীবনে, শিক্ষাবর্ষরূপে এখন ইংরেজি বর্ষ অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্মকাল গণনায়, চাকরি, বেতনভাতা, দিন গণনায় খ্রিষ্টবর্ষ এখন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বছরের সূচনায় সকলের কামনা ২০২৩ সন হোক আমাদের কর্মময়জীবনে শিক্ষার বছর, বিশেষভাবে কুরআন সুন্নাহর শিক্ষাবর্ষ। ২০২৩ সন হোক এগিয়ে যাওয়ার বছর, সমৃদ্ধির বছর তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার বছর, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের অসংখ্য পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, এজেন্ট, গ্রাহক, লেখকসহ সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। বিগত ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সন বৈশ্বিক মহামারি/অতিমারি করোনার কারণে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব ছিল প্রকট। বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে ও কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ছিল প্রতিবন্ধকতা। সুষ্ঠু জীবনযাপনে ব্যত্যয় ঘটায় আমাদের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত ক্লাস করার সুযোগ পায়নি। যার কারণে তারা পর্যাপ্ত পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করে। সেই সাথে দেশে গতবছর সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক বন্যার কারণে সময়মত পরীক্ষাও নিতে পারেনি সরকার। জুন-জুলাইয়ের পরীক্ষা নিতে হয়েছে ডিসেম্বর মাসে। সবদিক বিবেচনায় গত বছরটি ছিল একটি সমস্যাসঙ্কুল বছর। জীবন যেমন থেমে থাকে না, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডও বন্ধ করে রাখার উপায় নেই। তাই ২০২৩ সনে আমাদের নতুন প্রেরণায় নতুনভাবে জীবনের সবক্ষেত্রকে সচল করার প্রয়োজন। এ নবচেতনায় জেগে ওঠার আহবান জানাচ্ছি এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সব প্রতিকুলতা মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেন। ২০২৩ সনে যারা আগাম দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ব্যক্ত করে হতাশা সৃষ্টি করেছিলেন, আমরা তার জন্যও আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে না খাইয়ে মৃত্যু দিবেন না। বিগত দিনের ক্ষতি পুষিয়ে আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসিকতা নিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য ২০২৩ সনকে শিক্ষার বছররূপে এগিয়ে যাওয়ার বছর হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। বিশেষ করে, আমরা আমাদের সন্তানদের আল-কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলব এই প্রত্যয় গ্রহণ করি। সহীহ-সুন্নাহর শিক্ষায় সত্যিকারের খাঁটি তাওহীদবাদী সহীহ আক্বিদা ও আমলের অধিকারী শিক্ষিত করে তুলতে পারি সে জন্য প্রচেষ্টা চালাব ইন শা আল্লাহ। ২০২৩ নববর্ষের সূচনালগ্নে আমরা আল্লাহর নিকট শক্তি কামনা করব; প্রকৃতিগত অথবা বৈশ্বিক মহামারি বা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিরাপদ থেকে আমরা আগামী দিনগুলোতে এগিয়ে যেতে চাই সামনের দিকে, এ জন্য তাঁর সাহায্য কামনা করি। নতুন বছরে আল্লাহর রহমত কামনা করছি। আমীন ◻◻

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান★

(পূর্বে প্রকাশের পর থেকে)

পরিচ্ছেদ– বনী আদমের মাঝে কিভাবে শিরকের প্রবেশ ঘটলো–

* সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ বানিয়েছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য যাঁর কোনো শরীক নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে। আমি তাদের থেকে রিয্ক চাই না, আর আমি এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই তো রিয্কদাতা, মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।[১০]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের ওপর যাঁর কোনো শরীক নেই এমন ফিতরাত/স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যেমন নবী ﷺ বলেন–

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

অর্থাৎ প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাত-ইসলামের ওপর জন্মলাভ করে, এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা নাসারা বা অগ্নিপূজক বানায়।[১১]

আর তারা ইসলামের ওপরেই অবশিষ্ট ছিল যেমন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন–

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق

অর্থাৎ আদম ও নূহ عليه السلام-এর মাঝে (১০০০) এক হাজার শতাব্দী সমস্ত মানুষ হক শরীয়তের মধ্যে ছিল। (হাকেম)

★ তাওহীদ বা এক আল্লাহর ইবাদতে তাঁর কোনো শরীক নেই এমন আকীদাহ হতে সর্বপ্রথম নূহ عليه السلام-এর জাতির মধ্যে শিরকের দিকে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। অতএব, তাদের মধ্যে শিরকের অনুপ্রবেশের পর সর্ব প্রথম মানব জাতির জন্য নূহ عليه السلام রাসূল ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ.

অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার পরের নবীগণের নিকট ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম।[১২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন–

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ﴾

অর্থাৎ মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট নবীগণকে প্রেরণ করেন।[১৩]

★ অধিকাংশ উম্মত আল্লাহর তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) ঈমান আনে কিন্তু তারা তাওহীদে ইবাদতে শিরকে পতিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে।[১৪]

* সর্বপ্রথম আরব ভূমিতে যে এ জঘন্য জিনিসের প্রচলন, দ্বীনে ইসমাঈলকে পরিবর্তন ও মূর্তি স্থাপন করে সে হলো– আমর ইবনে লুহাই আল খুজায়ী।

★ *দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১০] *সূরা আল-যারিয়াত আয়াত : ৫৬-৫৮*

[১১] *সহীহ বুখারী*

[১২] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৬৩*

[১৩] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২১৩*

[১৪] *সূরা ইউসুফ আয়াত : ১০৬*

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

অর্থাৎ আমি আমর ইবনে আমের ইবনে লুহাই আল খুজায়ীকে জাহান্নামে তার নাড়ি-ভুড়ি টানতে দেখেছি, যেহেতু সে সর্বপ্রথম মূর্তি পূজার প্রচলন করে।[১৫]

আমর ইবনে লুহাই সম্পর্কে আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي .

অর্থাৎ সে দ্বীনে ইসমাঈলে, সর্বপ্রথম প্রতিমা স্থাপন করে ...।[১৬]

* ওদ্দ, সূয়া, ইয়াগুস, য়্যায়ূক ও নাসর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন–

هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

অর্থাৎ এসব নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির অন্তর্ভুক্ত সৎ লোকদের নাম। যখন তারা মৃত্যুবরণ করেন, শয়তান তাদের জাতির প্রতি কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেখানে বসত সেখানে তোমরা আস্তানা দরগাহ বানাও আর তাদের প্রত্যেকের নামে নামকরণ কর, ঐ বংশধরদের মৃত্যুর ও তাওহীদের ইলম ভুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের উপাসনা-ইবাদত করা হলো না বটে, কিন্তু তারপর তাদের উপাসনা শুরু হয়ে যায়।[১৭]

ঐ ঘটনা হতে বুঝা যায় ও প্রমাণিত হয় যে, বনী আদমের মধ্যে বড় শিরকের সূত্রপাতের কারণ হলো, সৎ লোকদের সম্মানে বাড়াবাড়ি (গুলু)।

[১৫] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[১৬] *আহমাদ ও সীরাতে ইবনে হিশাম– সহীহ*
[১৭] *সহীহ বুখারী*

উক্ত ঘটনা কেন্দ্রিক উপদেশ–

কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলন করা থেকে সতর্কতা–

১। হারাম জিনিস অর্থাৎ কু-প্রথা আবিষ্কার করা হতে সতর্ক থাকুন। কেননা মানুষ তাতে আপনার অনুকরণ করা শুরু করবে। যেমন আমর ইবনে লুহাই এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যে, দ্বীনে ইসমাঈলকে পরিবর্তন করে আল্লাহর সাথে শিরকের সূচনা ঘটিয়েছে।

শিরকী কু-প্রথা ও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হলো– কবরের সাথে মসজিদ বানানো যাতে মানুষ তার তাওয়াফ করে, তার নিকট এসে আল্লাহকে ছেড়ে আহ্বান করে, তা স্পর্শ করে ও তা দ্বারা বরকত হাসিল করে। অনুরূপ খারাপ প্রথার প্রচলন হলো এমন চ্যানেল খোলা যা দ্বারা জঘন্য কুফুরী যাদু ইত্যাদি খারাপ প্রচারিত হয়, ফলে আপনার অনুকরণ করে অন্যরা তা হতে পথভ্রষ্ট হয়, যার জন্য এর মহাপাপ আপনাকে বহন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

অর্থাৎ তারা অবশ্য অবশ্যই তাদের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে, নিজেদের বোঝার সাথে আরো বোঝা, আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে ক্বিয়ামত দিবসে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।[১৮]

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে একটি খারাপ প্রথা-বিদ'আত চালু করল তার পাপ তার ওপর আসবে এবং তাদের পাপও তার ওপর আসবে তার পরবর্তীতে যারা সে বিদ'আতের ওপর আমল করবে, তাদের পাপ হতে কোনো কিছু না কমিয়েই (সে পাপ দেয়া হবে)।[১৯]

[১৮] *সূরা আল-আনকাবূত আয়াত :* ১৩
[১৯] *সহীহ মুসলিম*

২। উঠুন! জাগ্রত হোন, আল্লাহ আপনাকে যেন এমন সুন্নাত ও উত্তম কাজ যেমন তাওহীদ, কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত ইত্যাদি ইসলামের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের তাওফীক দান করেন।

আর সেসব সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো যা প্রচার প্রসার করা অপরিহার্য– কবরের কাছে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করায় বাধা দেয়া, কবর কেন্দ্রিক যেসব মসজিদ গড়ে উঠেছে তা ভেঙে দেয়া, ঐ কবরগুলো স্থানান্তরিত করে দেয়া যা মসজিদের মধ্যে রয়েছে এবং বড় বড় বিদ'আতে বাধা দেয়া। যেমন সূফীবাদের বিদ'আত। অনুরূপ যাদুকর, জ্যোতিষী ও গণকদেরকে বাধা দেয়া ও তাদেরকে শরীয়তের বিধানে সোপর্দ করে তাদেরকে বন্ধ করা। যেসব কবরে গম্বুজ রয়েছে তা ভেঙে ফেলা, যেসব চ্যানেল জঘন্য হারামের পথে আহ্বান করে সেগুলো বন্ধ করা ইত্যাদি। আপনি অসীম সওয়াব অর্জনের জন্য এসব উত্তম সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় দ্রুত অগ্রসর হোন।

যেমন জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে একটি উত্তম আমল-সুন্নাত চালু করল, তার নেকী সে পাবে এবং তাদেরও নেকী সে পাবে যারা তার পরতার প্রতি আমল করবে, যা তাদের থেকে কোনো কিছু না কমিয়ে দেয়া হবে।[২০]

৩। নবী ﷺ খবর দিয়ে বলেন–

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যদি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় তবে আদম আলাইহিস সালাম-এর প্রথম ছেলে (কাবীল)-এর ওপর তার হত্যার পাপের অংশ পতিত হবে, কেননা সেই-ই প্রথম ব্যক্তি যে দুনিয়াতে হত্যার প্রচলন ঘটায়।[২১]

[২০] *সহীহ মুসলিম*
[২১] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! তার (অবস্থা) কেমন হবে, যে শিরক, বিদ'আত ও হারামের প্রচলন ও প্রসার ঘটায়। অতএব, সতর্ক হোন। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।

বড় শিরক ও ছোট শিরকের মাঝে পার্থক্য–

১। বড় শিরককারী ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কেননা বড় শিরক মূল তাওহীদের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে ছোট শিরককারী ইসলাম থেকে বের হয় না, কিন্তু অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতাকে হ্রাস করে, বড় গুনাহগারে পরিণত হয়।

২। বড় শিরককারী বিনা তাওবায় মারা গেলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, পক্ষান্তরে ছোট শিরককারী যদিও জাহান্নামে প্রবেশ করে তাহলে সে চিরস্থায়ী হবে না। সে বরং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩। বড় শিরককারী বিনা তাওবায় মারা গেলে তার সমস্ত সৎআমল নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ছোট শিরককারীর (রিয়া)-এর ফলে সেই আমলই নষ্ট হয় যাতে রিয়া সঙ্ঘটিত হয়, অন্য আমল নয়।

৪। বড় শিরক করার ফলে তার জান ও মাল বৈধ হয়ে যায়, কিন্তু ছোট শিরক করার ফলে তার জান ও মাল বৈধ হয় না। বরং জান-মালের হেফাযত সে পেয়ে থাকে। **(চলবে ইনশা আল্লাহ)**

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ

যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহ' পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়। (তিরমিযী ৩৪৬৪, হাসান)

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা

-ড. আব্দুল্লাহ আল খাত্বের
অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী*

(৭ম পর্ব)

ইতঃপূর্বে বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছিলেন যেসব মানব, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি। কঠিন বিপদের মুহূর্তেও যেসব মহাব্যক্তি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস রেখে অবিচল থেকেছেন ন্যায়ের ওপর, আমরা এখন দৃষ্টান্ত সহকারে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই। আমরা জানি, সাধারণত মহিলারা বিপদ-আপদে মুষড়ে পড়ে এবং অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আলোচ্য ঘটনার ব্যক্তি হলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহা।

প্রথম দৃষ্টান্ত :

খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী ও কবি। খানসা নামে তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম তামাজুর বিনতে আমর। জাহেলী যুগে তিনি দুই তিন পংক্তিবিশিষ্ট কবিতা/লিখতেন। সে যুগে কোনো কারণে তার ভাই মারা গেলে এতে তিনি প্রচণ্ড চিন্তিত মর্মাহত ও শোকাহত হন এবং কয়েকটি কবিতা লিখেন। তাঁর কবিতাটি এখনও বিদ্যালয়সমূহে পাঠ দান করা হয়। সেটি হচ্ছে-

সাখরের মৃত্যুতে খানসা ক্রন্দন করে এবং তার প্রতি রয়েছে অধিকার।

দীর্ঘ যুগব্যাপী সে হৃদয়পটে আঁকা থাকবে-

সে আরো বলেছে-

সূর্যোদয় আমাকে সাখর এর কথা

স্মরণ করিয়ে দেয়

রবির প্রতিটি অস্তকালেও আমি

আমি তার জন্য ক্রন্দন করি।

আমার মতো অনেকেই যদি তাদের

ভাইদের জন্য ক্রন্দন না করতো

তবে দুশ্চিন্তায় আমি আত্মহত্যা করতাম।

জাহেলী যুগেই তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন, তাঁর সাথে তাঁর ৪ ছেলে সন্তানও ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি আল্লাহর ফয়সালায় বিশ্বাসী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর যুবক সন্তানগণ সকলেই কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের রাতে খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর সন্তানদের আল্লাহর পথে জিহাদে সাহসিকতার জন্য তাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ফযীলত ও মর্যাদা অর্জনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর তারা সকলেই কাদেসিয়ার প্রান্তরে জিহাদে শরীক হন। খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সংবাদ পান যে, তাঁর চার সন্তানই শহীদ হয়েছেন। এতে তিনি উল্লসিত হয়ে বলেন :

الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعًا ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

সকল প্রশংসা মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে আমাকে মর্যাদাবান করেছেন। আমার রবের নিকট প্রত্যাশা তিনি আমাকে তাদের সাথে তাঁর রহমতের ঠিকানায় একত্রিত করবেন। আল্লাহু আকবার।

জাহেলিয়াতের প্রাক্কালে যে মহিলার ভাই মারা যাওয়ার কারণে উন্মাদ মূর্ছাপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর চার সন্তান একই দিনে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অবস্থা/অনুভূতি কেমন ছিল? আজকের দিনে আমাদের এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর মায়েদের অবস্থা কেমন হতো? কিন্তু এই ..... মহিলা তাঁর সন্তানদের শাহাদাতের খবর পৌঁছার সাথে সাথেই বললেন আলহামদু লিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার সকল সন্তানকে শহীদ করে সম্মানিত করেছেন।

* *শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।*

আশাকরি তিনি আমাদের সকলকে তাঁর রহমতের আবাসে একত্রিত করবেন।

সুবহানাল্লাহ! একজন মানুষের কত বড় ঈমানী শক্তি থাকলে এরূপ বলতে পারেন! তাঁর কলিজার টুকরা সকল সন্তানের শাহাদাতে জাহেলী যুগের মতো তিনি মূর্ছা যাননি। চিন্তিত হননি কিংবা শোকাহতও হননি। বুক চাপড়ানো, শরীরের পোশাক ছেঁড়া ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁর আচরণে প্রকাশ পায়নি। তবে জাহেলী যুগের নিন্দনীয় আচরণগুলো পরিবর্তনে কোন বিষয়টি বিশাল ভূমিকা পালন করেছে? কিসের আকর্ষণে তাঁর জীবনের বাঁক সত্য ও বাস্তবতার দিকে ঘুরে গেল? এটি ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিচল ঈমান।

আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান, ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও প্রতিদানের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও অবিচলতা, দ্বীনের পথে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ নেয়ামতের প্রাপ্তির প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় তাঁকে মানসিকভাবে অনেক উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করেছে। বিশ্ব প্রতিপালক রহমানুর রহীম একমাত্র মাবুদ আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁকে করেছে দৃঢ় ও অবিচল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :

ইমাম ইবনে জাওযী স্বীয় (গ্রন্থ) 'সাইদুল খাতের' গ্রন্থে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। প্রখ্যাত এই মণীষী স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করছেন যে, তিনি একবার একটি বিপদ ও মুসিবতে পতিত হয়েছিলেন। এরপর তা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন। কিন্তু দু'আ মঞ্জুর হতে বিলম্ব হলো। এতে তিনি বিচলিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন, দু'আ কবুলে বিলম্ব হওয়াও একটি মুসিবত। এসময় শয়তান এসে তাঁকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। অতঃপর তিনি তা বুঝতে পেরে বিতাড়িত শয়তান হতে পরিত্রাণ চাইলেন। মনে মনে বললেন, আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছুর মালিক। অতএব, কোনো কিছু প্রদানে ও কোনো কিছু প্রদান হতে বিরত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হিকমত বা প্রজ্ঞা অকাট্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ কোনো বিষয়ে মনে করে যে, এতে তাঁর জন্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এতে তাঁর জন্য অকল্যাণ থাকতে পারে। আর সে মোতাবেক তা আল্লাহর হুকুমে বাস্তবায়িত হয়। কখনো এমন হয় যে, কল্যাণ দেরীতে প্রাপ্ত হওয়ার মাঝেই কল্যাণ নিহিত থাকে এবং দ্রুততার মাঝে অকল্যাণ থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে। সে কখনো বিচলিত হয়ে বলে, আমি দু'আ করেছি, কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি।[২২]

ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দু'আ কবুলের বিলম্ব হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এতে বিচলিত হওয়া বা নিরাশ হওয়া যাবে না। হতে পারে বান্দার খাদ্য-পানীয়ে কোনো সংশয় থাকলে তখন দু'আ কবুল হতে বিলম্ব হয়। অথবা দু'আর সময় বান্দার একাগ্রতায় ঘাটতি থাকলে দু'আ মঞ্জুর হতে বিলম্ব হতে পারে। এমনকি বান্দার কৃত কোনো গুনাহ থাকলে এটি তাঁর দু'আ কবুলের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

এমনও হতে পারে যে, বান্দা নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে কোনো পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে এবং সে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত মর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্তিতে সে বঞ্চিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁর দু'আ বা প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় না এবং এতেই তাঁর জন্য রয়েছে অধিক কল্যাণ। কখনো এমন হয় যে, আল্লাহর প্রতি বান্দার সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য বান্দার দু'আ কবুলের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়। বান্দা নেয়ামত পেয়ে উদাসীনতায় নিমজ্জিত হলে বাস্তবে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২৩]

প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য তাঁর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীরে যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে ততটুকুই পাবে। এ চিরন্তন নিয়মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটবে না। অতএব, তাঁর ফয়সালা মেনে নিয়ে বান্দাকে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দিন। *(চলবে.....)*

---

[২২] *সহীহ মুসলিম, যিকির ও দু'আ অধ্যায়, হা : ২০৯৫/২০৯৬*
[২৩] *সাইদুল খাতের, চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৬৮-৭০*

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মহামানব ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক প্রদর্শিত এই দ্বীনি জীবন-যাপন প্রক্রিয়া বাস্তবধর্মী ও কালজয়ী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যখন যা যেভাবে দরকার ও প্রয়োজন ঠিক সেইভাবে তা সাজানো হয়েছে। সেই হিসেবে ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি মূলত পবিত্র কোরআন ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। যেখানে মুসলিমদেরকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অক্ষম এমন অসহায় নিঃস্ব ও দরিদ্রকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যেমন–

১. লোকে কী ব্যয় করবে সে সমন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্য। উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত।[২৪]

২. তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে।[২৫]

৩. সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৬]

৪. তাহাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতের হক।[২৭]

৫. আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্থ ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।[২৮]

৬. আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের।[২৯]

৭. রাসূল ﷺ বলেছেন, যার কোনো অভিভাবক নেই, রাষ্ট্রই তার অভিভাবক।[৩০]

৮. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মুমিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং কোনো মুমিন যদি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তা পরিশোধ করার মতো কোনো ব্যবস্থা রেখে না যায়, তবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর কেউ যদি সহায়-সম্পদ রেখে যায় তবে সেটা তার ওয়ারিসদের জন্য। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে– যদি কেউ ঋণ রেখে যায় অথবা অসহায় পরিবার-পরিজন রেখে যায়, তবে আমি তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবো।[৩১]

৯. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিধবা ও মিসকীন শিশুকে তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো এবং ঐ রাত্রী জাগরণকরীর মতো যে তাতে অলসতা করে না, ঐ রোযাদারের মতো যে কখোনো রোযা ভাঙে না।[৩২]

---

* *সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সহকারী অধ্যাপক : আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।*

[২৪] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২১৫*
[২৫] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ৩৬*
[২৬] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৬০*
[২৭] *সূরা আয-যারিয়াত আয়াত : ১৯*
[২৮] *সূরা আল-হাশর আয়াত : ৬০*
[২৯] *সূরা আল-মাআরিজ আয়াত : ২৪-২৫*
[৩০] *আবু দাউদ, তিরমিযী*
[৩১] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*
[৩২] *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*

১০. রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থের সেবা কর এবং বন্দিকে মুক্ত কর।[৩৩]

১১. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, উত্তম সদাকাহ হলো ক্ষুধার্তকে তৃপ্ত করা।[৩৪]

১২. সাহল ইবনে সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াতীম নিজের নিকটতম আত্মীয় হোক অথবা অন্য কারো হোক আমি এবং ইয়াতীমের দায়িত্ব বহনকারী জান্নাতে এরূপ হব। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।[৩৫]

১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খাবার গ্রহণ করে আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।[৩৬]

১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের মালিক হবে সে তা দরিদ্রদের প্রদান করবে, আর যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের মালিক হবে সে তা দুঃস্থ ও নিঃস্বকে দান করবে।[৩৭]

উপরিউক্ত কোরআনের আয়াত ও রাসূল ﷺ-এর হাদীস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে- দুস্থ, ছিন্নমূল, ইয়াতীম, মিসকীন, বৃদ্ধ ও শিশুসহ সকল অসহায় নাগরিকের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় নিরাপদ ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে যাকাত, গানিমাহ ও ফাই থেকে প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় আয়ে আল-কোরআন বিশেষভাবে নিঃস্ব ও দরিদ্রের অধিকার ঘোষণা করেছে। এছাড়াও রাষ্ট্রের পাশাপাশি ইসলাম বিত্তশালীদেরকে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান করে।

মৌলিক মানবিক চাহিদা নিম্নোক্ত কোরআনের আয়াত ও রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছে-

[৩৩] *সহীহ বুখারী*
[৩৪] *বাইহাকী*
[৩৫] *সহীহ বুখারী*
[৩৬] *বাইহাকী*
[৩৭] *ইবনে হাজম*

১৫. তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও হইবে না ও নগ্নও হইবে না, এবং সেখানে পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না।[৩৮]

১৬. আদমের বংশধরের অধিকার হলো- তার বাসস্থান থাকবে, যেখানে সে বাস করবে : কাপড় থাকবে, যা সে পরিধান করবে : এবং এক টুকরা রুটি ও কিছু পানি থাকবে।[৩৯]

সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মৌলিক মানবিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক উল্লিখিত মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার রাখে। কিন্তু কেউ যদি বেকারত্ব, অসুস্থতা, শারীরিক অক্ষমতা, বার্ধক্য বা অন্য কোনো কারণে তা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র -তা পূরণ করবে। এক্ষেত্রে সম্পদ অপর্যাপ্ত হলে, রাষ্ট্র দুঃস্থ ও দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণে যাকাত, ওশর ইত্যাদি আদায় করার পরও বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বিত্তশালীদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারবে। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, যাকাত ছাড়াও সম্পদে হক রয়েছে।[৪০]

কোনো কোনো ফিকহবিদ নাগরিকগণের মৌলিক চাহিদা পূরণকে এতই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন যে, রাষ্ট্র যদি তা পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্র তাদের আনুগত্য দাবি করতে পারবে না।

প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ আফজালুর রহমান যাকাতকে সামাজিক নিরাপত্তা ফান্ড আখ্যায়িত করে বলেন,-

"It is an insurance fund to which only the wealthy make contributions. If you are rich today, you contribute to this fund. The needy and the poor benefit from this fund today, but if you (or your children) are rendered poor tomorrow by the vicissitudes of this world, you

[৩৮] *সূরা ত্বোয়া-হা আয়াত : ১১৮-১১৯*
[৩৯] *তিরমিযী*
[৪০] *তিরমিযী*

(or your children) will also benefit from it. Thus no member of the Muslim community need ever feel financially insecure for himself, his wife or his children after him because the social insurance fund (*Zakat*) will always look after the interests of the needy and the poor. A Muslim should, therefore, never worry himself even about unforeseeable catastrophes, such as diseases, fire, accidents, floods, bankruptcies, death etc., which might wreck his career, destroy his property or business and render his descendants penniless, for the *Zakat* fund is his permanent insurance against all types of risks. Even when one is on a journey and becomes penniless through theft, sickness or other reasons, this fund will meet all one's needs".

রাসূল [স.] ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সামাজিক নিরাপত্তা :

৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই রাসূল ﷺ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিঃস্ব ও দরিদ্র নাগরিকদের অর্থনৈতিক সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি যাকাত গানিমাত ও ফাই থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের দ্বারা দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, ঋণগ্রস্থ, দাসদাসী, যুদ্ধবন্দী, ও বেকারদের চাহিদা পূরণ করেন।

রাসূল ﷺ এ নীতি ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অনুসরণ করেন এবং তিনিও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের সাহায্য অব্যাহত রাখেন।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে স্থায়ীভাবে সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কেননা এ সময় ইসলামী সম্রাজ্য ইরাক, সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর শাসনামলেই বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠানটি একটি নিয়মিত ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং একটি কার্যকরী জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৪১]

হিজরী ২০ সনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত আদমশুমারি পরিচালনার জন্য দিওয়ান নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। লোক গণনার মাধ্যমে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় ভাতা-ভোগীর নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইসলামের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেকটি আরব ও অনারব মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষম, পঙ্গু, দুর্বল, রুগ্ন প্রভৃতি ব্যক্তিদের বায়তুল মাল থেকে বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বেওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সকল মুসলিমকে বায়তুল মালের মালিক বলে ঘোষণা করেন। অমুসলিমগণও এ ভাতা থেকে বঞ্চিত হতো না। ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে মুসলিমদেরকে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়,

১. বিধবা ও অনাথ;

২. প্রতিবন্ধী, অসুস্থ এবং বৃদ্ধ

৩. রাসূল [স.[-এর স্ত্রীগণ,

৪. বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ এবং ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমগণ এবং

৫. ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনসারগণ।

Encyclopedia of Seerah অনুসারে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট অনুদান হার ছিল নিম্নরূপ-

"He fixed an allowance of 5,000 dirhams per annum for anyone who had fought in the Battle of Badr, and for all others whose Islam was of the same degree as those who had fought at Badr, e.g., who had migrated to Abbyssinia, or fought at the battle of Uhud, were given 4,000 dirhams per annum; the children of those who had fought at Badr

[৪১] *খিলাফতে রাশেদা: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পৃষ্ঠা নং-১৩৫*

received 1,000 dirhams, but Hassan and Hussain, for their relation with the Holy Prophet, received the same amount of allowance as their father, i.e., 5,000 dirhams each. Everyone who had migrated before the conquest of Makkah was given an annual allowance of 3,000 dirhams : and those who embraced Islam at the conquest of Makkah were given 2,000 dirham each, and young children of the Muhajirin and Ansar also received some amount. Wives of the Holy Prophet were paid 12000 dirhams each".

বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলোতে পথিক ও প্রবাসীদের আশ্রয় নেয়ার জন্য তিনি মুসাফিরখানা তৈরি করেন। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খলিফা সমগ্র দেশে খাল খনন করেন এবং সেচকার্য সম্পাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন।[৪২]

১৮ হিজরীতে আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উমর [রা.] এ বিপর্যয় থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি বায়তুল মালের সমস্ত নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যয় করেন। সমস্ত প্রদেশ থেকে শস্য সংগ্রহ করেন এবং সুষ্ঠুভাবে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় তা বিতরণ করেন। গরীব মিসকীনদের প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে এতই সচেতন ছিলেন যে, তিনি ঘোষণা করেন- তাইগ্রিস নদীর তীরে একটি উটও যদি না খেয়ে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে।[৪৩]

অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তা :

ইসলামের এ সামাজিক নিরাপত্তা শুধু মুসলিম নাগরিকদের দান করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল দেশবাসীই এ নিরাপত্তা লাভ করবে। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহে যেখানে 'মিসকিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদে তাদের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রেই ধর্মমত নির্বিশেষে নিঃস্ব-দরিদ্র নাগরিকদের বুঝানো হয়েছে।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে খালিদ বিন অলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু 'হীরা'বাসীদের সাথে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন-

"এবং আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোনো বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো ওপর কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে, অথবা কোনো ব্যক্তি যদি সহসা এত বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন তার ওপর ধার্যকৃত জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে, তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে ব্যবস্থা করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বসবাস করবে।"[৪৪]

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক বৃদ্ধ ইয়াহুদী ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল, আমাকে জিজিয়া আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা আদায় করার আমার সামর্থ্য নেই। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এটা শুনে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, বায়তুল মাল খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর শপথ, এর যৌবনকালকে আমরা কাজে ব্যবহার করব, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় তাকে অসহায় করে ছেড়ে দিব, তা কোনো মতেই ইনসাফ হতে পারে না।"[৪৫]

দামেস্ক সফরের সময়ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করার আদেশ জারি করেছিলেন।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরে ইসলামের তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফা ওসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ও সামাজিক নিরাপত্তার এ ধারা অব্যাহত রাখেন।

[৪২] *খিলাফতে রাশেদা : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পৃষ্ঠা নং-১৩৬*
[৪৩] *খিলাফতে রাশেদা : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পৃষ্ঠা নং-১২৩*
[৪৪] *খিলাফতে রাশেদা : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পৃষ্ঠা নং-১০৯*
[৪৫] *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পৃষ্ঠা নং-৩১০*

রিজাল-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলা যায় কি?

প্রকৌশলী মোঃ আরিফুল ইসলাম *

ফ্রিঞ্জ বিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান এবং জাঙ্ক বিজ্ঞান

এটি গবেষণা বা অনুমানমূলক একটি ক্ষেত্র যা বিজ্ঞান হিসাবে বৈধতা দাবি করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবে না কখনও কখনও তাদেরকে ছদ্মবিজ্ঞান, fringe বিজ্ঞান, বা জাঙ্ক বিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করা হয়। পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান "cargo cult science" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাদের ক্ষেত্রে যে গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, তারা বিজ্ঞানের কাজ করছেন। কারণ তাদের কার্যক্রমগুলোতে বিজ্ঞানের বাহ্যিক চেহারা রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে" নির্গত সততার "অভাব রয়েছে যার ফলে তাদের ফলাফল অক্ষরে অক্ষরে মূল্যায়ন করা যায়। বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন হাইপ থেকে জালিয়াতি পর্যন্ত এই বিভাগগুলোর মধ্যে পড়তে পারে।

বৈজ্ঞানিক বিতর্কে সকল পক্ষের ওপর রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত পক্ষপাতের একটি উপাদানও থাকতে পারে। কখনও কখনও গবেষণায় একে 'অপবিজ্ঞান' হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যা গবেষণায় ভালভাবে ধারণা করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি আসলেই ভুল, অপ্রচলিত, অসম্পূর্ণ, বা বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির সরলীকৃত ব্যাখ্যা। 'বৈজ্ঞানিক অপব্যবহার' শব্দটি এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যখন গবেষকরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রকাশিত তথ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন বা ভুলভাবে ভুল ব্যক্তির কাছে একটি আবিষ্কারের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

সুতরাং রিজালশাস্ত্র একটি ক্লাসিকাল সাইন্স না হলে, এটি ছদ্মবিজ্ঞান, fringe বিজ্ঞান, বা জাঙ্ক বিজ্ঞান- এদের মধ্যে পড়ে কিনা?

রিজালশাস্ত্রে কূটাভাস/প্যারাডক্স ও কন্ট্রাডিকশন(স্ব-বিরোধিতা) :

একইসাথে যার অস্তিত্ব আছে আবার নেই (সত্য আবার সত্য নয়)। গণিতে ফ্যালাসি আছে, পদার্থ্ বিজ্ঞানে প্যারাডক্স আছে। তবু তারা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান।

যদি এর সমর্থনে কোনো আয়াত বা হাদীস না-ই থাকে অথবা এক বা একাধিক হাদীস থাকে যেগুলি ইলমুর রিজাল-এর অস্তিত্ব থাকাকে বাতিল করে দেয়, তাহলে এই শাস্ত্র পরিত্যাজ্য। কিন্তু একে বর্জন করলে ইজতিহাদ-এর সিস্টেমই ধ্বংস হয়ে যায়।

একই রাবী'র ব্যাপারে বিভিন্ন বা একাধিক মতামত বা মূল্যায়ন। কিংবা এই শাস্ত্র যদি নিজেই সহীহ হাদীসকে বাদ দেয়- এটা স্ব-বিরোধিতা (কন্ট্রাডিকশন)। তবে হ্যাঁ, এসবকিছুর অর্থ এ নয় যে, রিজালশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ আজ অবধি যে পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। বরং তাত্ত্বিকভাবে কেউ তাদের সাথে দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। বইগুলো পড়লে দেখা যায়, ইমাম হাকিম আল-নাইসাবুরী এবং হাফিজ ইবনু হিব্বান আল-বুস্তি দু'জনেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখিয়েছেন। আবার কোনো কোনো রিজালশাস্ত্রের ইমাম কঠোরতা দেখিয়েছেন। এরকম পরস্পরবিরোধী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট রাবী'র ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবো বা সেই হাদীসটিরই বা কী হুকুম লাগাবো? এরকম পরিস্থিতি কিছু আলোচনা করেছেন শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'সিলসিলা যঈফা'-এর চৌদ্দটি ভলিউমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। যেমন : কোনো রাবী'র ব্যাপারে কিছু পন্ডিত ভালো বলেছেন, আর কিছু তাকে মন্দ বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন- এরকম ক্ষেত্রে 'জারহ মুকাদ্দামা" বা ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ প্রাধান্য পাবে।[৪৬] এসব নীতিমালার বিষয়ে

* বি. এসসি (ত ও ই কৌশল)

[৪৬] সিলসিলা যঈফা হা :১৪, ২৩

আরবীতে বই আছে, শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কিছু উল্লেখ করেছেন, তা একটু আগেই রেফারেন্স উল্লেখ করেছি।[৪৭]

রিজালশাস্ত্রে অনুসৃত নীতি-পদ্ধতির কিছু উদাহরণ :

একটু আগেই মরহুম শাইখ আলবানী'র অনন্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছি। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'সিলসিলা যঈফা' -এর চৌদ্দটি খণ্ডে রাবীদের অবস্থা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। নিচে সংক্ষেপে তার হাইলাইটস দেয়া হলো : [কেউ আরবী পড়তে না পারলে বাংলা অনুবাদ দেখতে পারেন। একটু আগেই রেফারেন্স উল্লেখ করেছি।

২য় খণ্ডে (আরবী পৃষ্ঠা-২৮৫) হা. ৮৮১-এর শেষ দিকে শাইখ আলবানী দশজন রিজালশাস্ত্রের ইমামের উল্লেখ করে বলেছেন : তারা এমন একটি সম্প্রদায়, যাদের ঐকমত্যের কথা কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করলে তার পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়।

২য় খণ্ডে (আরবী পৃষ্ঠা-২৮৫) হা/৮৮১-এর শেষ দিকে শায়খ আলবানী দশজন রিজাল শাস্ত্রের ইমামের উল্লেখ [(১) ইমাম বুখারী (২) তিরমিযী (৩) উকায়লী (৪) দারাকুতনী (৫) ইবনু হাযম (৬) ইবনু তাহের (৭) ইবনুল জাওযী (৮) যাহাবী (৯) সুবকী (১০) ইবনু হাজার।] করে বলেছেন, তারা এমন একটি সম্প্রদায়, যাদের ঐক্যমতের কথা কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করলে তার পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়।

নীতি-এক : 'জারহ মুকাদ্দামা' বা ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ প্রাধান্য পাবে।[৪৮]

'তোমরা তোমাদেরকে এবং সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণকে রক্ষা কর। জিজ্ঞাসা করা হল, সার দেয়া ভূমির সবুজ বর্ণ কী? (উত্তরে রাসূল সা) বললেন : নিকৃষ্ট উৎপত্তিস্থল হতে জন্মগ্রহণ করা সুন্দরী নারী।"

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীসটি কাজা'ঈ 'মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (কাফ ৮১/১) ওয়াকেদী এবং গাযালী "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে (২/৩৮) উল্লেখ করেছেন।

তার তাখরাজকারী ইরাকী বলেন : হাদীসটি দারাকুতনী "আল-আফরাদ" গ্রন্থে এবং রামহুরমুজী "আল-আমসাল" গ্রন্থে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেন : এ হাদীসটি ওয়াকেদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনুল মুলাক্কান "খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর" গ্রন্থে (কাফ ১১৮/১) তার মতই উক্তি করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে (ওয়াকেদীকে) মিথ্যুক বলেছেন। কোনো কোনো গোড়া ব্যক্তি তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চেষ্টা করেছেন, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ তা মুহাদ্দিসগণের প্রসিদ্ধ সূত্র (ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ অগ্রাধিকার পাবে নির্দোষিতার ওপর) বিরোধী। এ জন্য কাওসারী হাদীসটিকে জাল বলেছেন।

ব্যাখ্যা : এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রিজালের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোনো বর্ণনাকারীকে কেউ 'সিক্বাহ' বা 'নিরভ্রযোগ্য' বলেছেন; কেউ 'যঈফ' বা 'দুর্বল' বলেছেন, আবার কেউ' মিথ্যুক 'বলেছেন। এখন সিদ্ধান্ত কী হবে? এক্ষেত্রে শাইখ আলবানী সমাধান দিয়েছেন যে, কোনো কোনো গোঁড়া ব্যক্তি (বিদআতী কিংবা যেকোন ফিরক্বাবন্দী অন্ধ অনুসরণকারী যে কিনা কুরআন-সুন্নাহ'র নির্ভেজাল অনুসরণে রাজী নয়) তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চেষ্টা করলেও, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। তার মধুর বচনে দুর্বল হওয়া যাবে না, যখন তা কোনো সহীহ হাদীসের বিপরীত কিংবা কুরআনেরই বিরোধী। কারণ বিদ'আতী মূলত : পথভ্রষ্ট লোক এবং (তার বিদ'আতের ব্যাপারে) গোঁড়া।

যঈফা হাদীস নং-২৩ : আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি জীবন দান করেন, আবার মৃত্যুও দেন। তিনি চিরঞ্জীব মৃত্যুবরণ করবেন না। তুমি ক্ষমা কর আমার মা ফাতিমা বিনতু আসা'দকে। তাঁকে উপাধি দাও তাঁর অলংঙ্কার হিসেবে, তাঁর প্রবেশ পথকে প্রশস্ত কর, তোমার নবীকে সত্য ও আমার পূর্ববর্তী সকল নবীকে

---

[৪৭] *বাংলায় অনূদিত শাইখ আকমল হুসাইনের বইটি দেখা যেতে পারে, তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত*

[৪৮] *উদা.সিলসিলা যঈফা হা : ১৪ এবং ২৩। বিস্তারিত : যঈফা হা : ১৪*

সত্য জানার দ্বারা। কারণ তুমিই সকল দয়ালুর মাঝে সর্বাপেক্ষা দয়াবান।
হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী "মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৪/৩৫১,৩৫২) ও "মুজামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৫২-১৫৩) বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে আবু নু'য়াইম "হিলইয়াতুল আওলিয়া" গ্রন্থে (৩/১২১) উল্লেখ করেছেন। **যখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ বিন হিশাম মারা গেলেন, তখন কবর খোঁড়ার পর রসূল ﷺ উক্ত দো'আ পড়েন বলে কথিত আছে।**

এ হাদীসের সনদে রাওহ ইবনু সলাহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে তাবারানী বলেন : তিনি হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন ইবনু আদী (৩/১০০৫) বলেছেন : তিনি দুর্বল। ইবনু ইউনুস বলেন : তার থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দারাকুতনী বলেছেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে য'ঈফ। ইবনু মাকুলা বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কোনো কোনো শিথিলতা প্রদর্শনকারী মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন ইবনু হিব্বান ও হাকিম। কিন্তু তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যখন কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে এরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন তাদের দু'জনের কথা গৃহীত হয় না। কারণ তারা বহু অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর হাদীসকেও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, অথচ হাদীসটি সহীহ নয়। তারা উভয়ে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ শাস্ত্রে যারা বেশি বিজ্ঞ তাদের নিকট রাওহ দুর্বল। আর হাদীস শাস্ত্রের থিওরি অনুযায়ী ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ প্রাধান্য পাবে যারা কাউকে নির্ভরযোগ্য বলবেন তার ওপর।

কাওসারীও তার "আল-মাকালাত" গ্রন্থে (পৃ. ১৮৫) বলেছেন : সহীহ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হাকিম ও ইবনু হিব্বান শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ কথা বলে তিনি হাকিম এবং ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা ব্যক্তির বর্ণনাকৃত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। অতএব যেখানে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সেখানে ইবনু হিব্বান ও হাকিম নির্ভরযোগ্য বলেছেন, এ কথা বলে তার (কাওসারী কর্তৃক) এ হাদীসটিকে সহীহ বলা গ্রহণযোগ্য নয়। [কারণ কাওসারী-ও একজন গোঁড়া বিদ'আতী।]

*এখানে কোনো অল্প জানা বা রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে অজানা কোনো লোক হয়তো বলতে পারেন যে, এখানে তো সুন্দর সুন্দর কথা বলা আছে, খারাপ কিছু নেই, তাহলে এ হাদীস সহীহ হলেই কী, দুর্বল হলেই কী? আসলে এর দ্বারা একজন যঈফ (দূর্বল) রাবী-কে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা, যার আরো আরে দুর্বল/অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকে শরী'আতের রূপ দেয়া হতে পারে; উম্মতের জন্য যার প্রভাব/পরিণতি খুবই মারাত্মক!

নীতি-দুই : বর্ণনাটি কুরআন ও সহীহ হাদীস উভয়ের বিরোধী।[৪৯]

আমার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত হওয়া আমার চাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মূল্যায়ন : এটির কোনো ভিত্তি নেই।

কেউ কেউ এটিকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বাণী বলেছেন। যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে তার প্রয়োজনীতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে সময় তিনি এ কথা দ্বারা তার উত্তর দিয়েছিলেন। এটি ইসরাইলী বর্ণনা। মারফু' হিসাবে এর কোনো সনদ মিলে না। বাগাবী সূরা আম্বিয়ার তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করে দুর্বল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এছাড়া এটি কুরআন এবং সহীহ হাদীস পরিপন্থী। কারণ কুরআন এবং সহীহ হাদীসে আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে বহু তাগিদ এসেছে। এছাড়া দোয়ার ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম নিজে আল্লাহর নিকট প্রার্থনাও করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেন :

[৪৯] *উদা. সিলসিলা যঈফা হা : ২১*

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

সূরা ইব্রাহীম-এর ৩৭ নং আয়াত হতে ৪১ নং পর্যন্ত সবই দু'আ। এছাড়া কুরআন এবং সুন্নাতের মধ্যে নবীগণের অগণিত দু'আ এসেছে।

আল্লাহ্ বলছেন : তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব...।[৫০]

রসূল ﷺ বলেন : দো'আই হচ্ছে ইবাদাত।[৫১]

এমনকি রসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকে না আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।'[৫২]

ব্যাখ্যা : ভিত্তিহীন এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, এর বক্তব্যের বিপরীত কথা রয়েছে কুরআন মাজীদে এবং সহীহ হাদীসে। এরকম বর্ণনা সরাসরি বাদ।

৩২। মূর্খ সূফীদের সূফীতত্ত্ব ইসলামের মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা। (জ্ঞান ছাড়াই কাজে নামার মূর্খ)

নীতি-তিন : জাল হাদীসের শাওয়াহিদ হিসাবে আরেকটি জালের উল্লেখ করাতে কোনো উপকারিতা নেই।[৫৩]

৫০। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কবর প্রত্যেক জুম'আর দিবসে যিয়ারত করবে, অতঃপর তাদের উভয়ের নিকট অথবা পিতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, প্রত্যেক আয়াত অথবা অক্ষরের সংখ্যার বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি জাল।[৫৪]

[৫০] *সূরা গাফের আয়াত : ৬০*

[৫১] *সহীহ আবী দাউদ (১৩২৯)। হাদীসটি সুনান রচনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন।*

[৫২] *এ হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করে ১/৪৯১ সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন আর যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি হাসান।*
আলোচ্য হাদীসটিকে ইবনু ইরাক "তানযীহুশ-শারী'য়াতিল মারফুয়াহ আনিল আখবারিশ-শানী'য়াতিল মাওযুআহ" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন (১/২৫০), ইবনু তাইমিয়্যা বলেছেন : হাদীসটি বানোয়াট।

[৫৩] *উদা.সিলসিলা যঈফা হাদীস নং ৫০,৫৬।*

[৫৪] *হাদীসটি ইবনু আদী (১/২৮৬), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/৩৪৪-৩৪৫) ও আব্দুল গনী আল-মাকদেসী কোনো মুহাদ্দিস (আমার ধারণা, তিনি হচ্ছেন ইবনু মুহিব কিংবা যাহাবী) "সুনানুল মাকদেসী" গ্রন্থের হাশিয়াতে (টীকাতে) লিখেছেন, هذاحديث غيرثابت এ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।*
ইবনু আদী বলেন : হাদীসটি বাতিল। এ সনদে এটির কোনো ভিত্তি নেই। আমর ইবনু যিয়াদ (তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আস-সাওবানী)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটির ব্যাপারে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন। সেসব হাদীসের একটি সম্পর্কে বলেন : موضوع জাল (বানোয়াট)।
অতঃপর বলেন : আমর ইবনু যিয়াদ-এর এ হাদীসটি ছাড়া আরো হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে নির্ভরযোগ্যদের থেকে চুরি করা এবং কিছু আছে বানোয়াট। তাকে সেগুলো জালকারী হিসাবে দোষী করা হয়েছে। দারাকুতনী বলেন : يضع الحديث তিনি হাদীস জাল করতেন।
এ কারণে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "আল-মাওযুআত" গ্রন্থে (৩/ ২৩৯) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঠিকই করেছেন। অথচ সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/৪৪০) বলেছেন : হাদীসটির সমর্থনে শাহেদ আছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটিতে পূর্বের হাদীসের সনদটিই উল্লেখ করেছেন। যেটি সম্পর্কে আপনি জেনেছেন যে, সেটিও জাল হাদীস। যদিও বলা হয়েছে সেটি শুধু দুর্বল। তা সত্ত্বেও সেটিকে এ হাদীসের শাহেদ হিসাবে ধরা যেতে পারে না। কারণ এটির সাথে সেটির ভাষার মিল নেই। আর জাল হাদীসের শাহেদ হিসাবে জাল হাদীস উল্লেখ করাতে কোনো উপকারিতাও নেই।
উল্লেখ্য, কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এ মর্মে সহীহ সুন্নাহ হতে কোনো প্রমাণ মিলে না। বরং সহীহ সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কবর যিয়ারতের সময় মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সালাম প্রদান করা এবং আখেরাতকে স্মরণ করাই হচ্ছে শারীয়াতসম্মত। সালাফে সালেহীনের আমল এর উপরেই হয়ে আসছে। অতএব কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা ঘৃণিত বিদ'আত। যেমনটি স্পষ্টভাবে পূর্ববর্তী একদল ওলামা

"সুনান" গ্রন্থে (২/৯১) ... আমর ইবনু যিয়াদ সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

বলেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ। কারণ এ মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দাফনের সময় সূরা বাকারার প্রথম এবং শেষ অংশ পাঠের যে কথা বলা হয়েছে তা সহীহ সনদে প্রমাণিত হয়নি। যদি ধরেই নি সহীহ তাহলে তা শুধুমাত্র দাফনের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট [কিন্তু ধরে নিয়ে কি সহিহ বানানো সঠিক]।

অতএব আমাদেরকে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর বিদ'আত হতে সতর্ক হয়ে তা হতে বেঁচে চলতে হবে। যদিও লোকেরা বিদ'আতকে ভাল কাজ হিসাবে দেখে। কারণ রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

নীতি-চার : যেটি হাদীস হিসাবেই সাব্যস্ত হচ্ছে না, সেটিতে ফায়েদা খোঁজার যৌক্তিকতা নেই।[৫৫]

যখনই তোমরা কিতাবুল্লাহ হতে কিছু প্রাপ্ত হবে তখনই তার ওপর আমল করবে। তা ছেড়ে দিতে তোমাদের কারো ওজর চলবে না। যদি কিতাবুল্লাতে (সমাধান) না থাকে। তাহলে আমার নিকট হতে (সমাধান হিসাবে) প্রাপ্ত অতীত সুন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে। যদি আমার পক্ষ হতে অতীত কোনো সুন্নাতে সমাধান না মিলে, তাহলে আমার সাহাবীগণ আসমানের নক্ষত্রের ন্যায়। অতএব তোমরা যে কোনো জনের কথা গ্রহণ করলেই হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আমার সাহাবীগণের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ।

মূল্যায়ন : হাদীসটি জাল।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৪৮) এবং আবুল আব্বাস আল-আসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (নং ১৪২) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তার থেকে বাইহাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে (নং ১৫২), দাইলামী (৪/৭৫) ও ইবনু আসাকির (৭/৩১৫/২) সুলায়মান ইবনু আবী কারমা সূত্রে যুওয়াইবির হতে, আর তিনি যহহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অত্যন্ত দুর্বল।

ইবনু আবী হাতিম তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (২/১/১৩৮) সুলায়মান ইবনু আবী কারমা সম্পর্কে বলেছেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। যুওয়াইবির ইবনু সাঈদ আল-আযাদী মাতরুক, যেমনভাবে দারাকুতনী, নাসাঈ ও অন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন। ইবনুল মাদীনী তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর যহহাক; তিনি হচ্ছেন ইবনু মাজাহিম আল-হিলালী। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি। বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে যুওয়াইবির-এর কারণে খুবই দুর্বল। যেমনভাবে সাখাবী "আল-মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এটি বানোয়াট।

সুয়ূতী বলেন যে, হাদীসটির মধ্যে কিছু ফায়েদাহ রয়েছে। কথা হচ্ছে যেটি হাদীস হিসাবে সাব্যস্তই হচ্ছে না সেটিতে ফায়েদা খোঁজার যৌক্তিকতা কোথায়?

ব্যাখ্যা : এখানে দেখা যাচ্ছে, যার নামে হাদীসটি জাল করা হয়েছে, তার সাথে বর্ণনাকারীর কোনো দেখাই হয়নি। আর বর্ণনা পড়ে মনে হতে পারে- এর কথা তো খুবই মধুর! কিন্তু এটি জাল হাদীস।[৫৬]

'জারহ মুকাদ্দামা "বা ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ প্রাধান্য পাবে।

২১। বর্ণনাটি কুরআন ও ছহীহ হাদীস উভয়ের বিরোধী

৩২। মূর্খ সূফীদের সূফীতত্ত্ব ইসলামের মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা। (জ্ঞান ছাড়াই কাজে নামার মূর্খতা)

৫০, ৫৬। জাল হাদীসের শাহিদ/শাওয়াহিদ হিসেবে আরেকটি জালের উল্লেখ করাতে কোনো উপকারিতা নেই। মূল্যায়নের শেষদিকে-"ধরে নিয়ে সহীহ বানানো কি সঠিক?"

৫৯। সুয়ূতী বলেন : ফায়েদা রয়েছে। কথা হচ্ছে, যেটি হাদীস হিসেবেই সাব্যস্ত হচ্ছে না, সেটিতে ফায়েদ খোঁজার যৌক্তিকতা কোথায়?

৬৪। পক্ষপাতদুষ্ট লোক যঈফ-কে সহীহ হাদীস বলার চেষ্টা করেছেন।

৮৫। সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি মুরসাল।

৯১০। বর্ণিত হাদীস কুরআনের আয়াত-বিরোধী, ফেরেশতাদের শানে বর্ণিত আল্লাহর কালাম বিরোধী।

[৫৫] *উদা. সিলসিলা যঈফা হা : ৫৯*

[৫৬] *সিলসিলা যঈফা হা : ১৪ এবং ২৩*

৯১৭। সাহাবীগণ নিজেদের পক্ষ হতে কোনো শরী'আত চালু করতেন না।

৯১৮। ফিক্বহী মাসআলার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়না,. . . .(অগ্রহণযোগ্য হাদীসের বর্ণনায় আজব ধরণের সিদ্ধান্ত)

৯২২। সহীহ দলীল ছাড়াই শরী'আত চালু করা নাজায়েয।

অমুক ইমাম বা হাফিজ বলেছেন যে, অমুক রাবী দুর্বল, শুধু এ কারণেই একজন রাবী বাদ হয়ে গেল তা নয় বরং যদি এ বিষয়ে কোনো ব্যক্তি সংগ্রহ করে একসেট উপাত্ত (ডাটা), তাহলে সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে অনুসৃত নীতি-পদ্ধতির আলোকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যাবে। অনেক সময় জাল হাদীসের বিপরীত সহীহ হাদীস দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। আবার রাবী'র আক্বীদায় কোনো গলদ বা শিরক-বিদ'আত ছিল কিনা, কোনো গোমরাহ ফের্কার লোক কিনা ইত্যাদি যাচাই করেও তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

আর এটি উল্লেখ করা জরুরি যে, এখানে এই রিজালশাসস্ত্রের আলোচনা থেকে এটি মনে করা ঠিক হবে না যে, প্রতিটি বর্ণনার (রিওয়ায়ত) চূড়ান্ত অবস্থা শুধু রিজালশাস্ত্রের ওপরই নির্ভর করে। বরং এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে, অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করা, যেসব বিষয়/উপাদান হাদীসের গ্রহণযোগ্য তাকে প্রভাবিত করে। যেমন : বর্ণনাটি ভাল করে পাঠ করা, বিশ্লেষণ করা এবং একে কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখা, স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির সাথে মিলিয়ে দেখা, এর উৎস এবং সনদসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করা, সূত্রগুলির বহুরূপতা এবং বৈচিত্র্য (একাধিক সূত্রে যেসব বর্ণনা রয়েছে) : পার্থক্য, মিল ইত্যাদি এবং বর্ণনাটির সময়কাল কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কিনা, নাকি তা থেকে বহুদূরে, বর্ণনাকারীর আগ্রহ বা ঝোঁক (কোনো সূফীবাদী বা গোমরাহ কিনা) এবং বর্ণনায় তার প্রভাব বা চিহ্ন---যা থেকে হাদীসটির জাল হওয়ার সম্ভাবনা খুঁজে দেখা যেতে পারে। হাদীসের জাল-যঈফ নির্ণয়ের জন্য ইসলামের প্রথম পর্যায়ের প্রচারণা থেকে শুরু করে হাদীস সঙ্কলনের সময় পর্যন্ত ইতিহাস জানা জরুরি, কুরআনের বিভিন্ন সূরা নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল), তাফসীর, বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযান, বিভিন্ন গোত্রও তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইত্যাদিও জানা প্রয়োজন। বর্ণনাটি ইসলামের মূলভিত্তি যে, তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)-এর বিরুদ্ধে যায় কিনা, মৌলিক আক্বীদা'র পরিপন্থী কিনা ইত্যাদি যাচাই করে দেখা।

বিরোধী মতামত : শিয়াদের অনেকের ধারণামতে এই শাস্ত্র অনুমান আর জল্পনা-কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের প্রাথমিক যুগের আলেমগণ এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, এটা সাম্প্রতিক উদ্ভাবন (বিদ'আত)। তাদের ধারণামতে, আহলুস সুন্নাহ'র ক্রমাগত শিয়া-বিরোধী সমালোচনার প্রেক্ষিতে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিয়াগণ সুন্নাহ থেকে বা সহীহ হাদীস থেকে নিয়ম-নীতি, আইন বের করার কোনো সিস্টেম অনুসরণ করে না বা এরকম কোনো সিস্টেম তাদের নেই- এরকম সমালোচনার প্রেক্ষিতে এ শাস্ত্রের উদ্ভব- এরকম তাদের বিশ্বাস। তবে শেষের কথাটি সত্য, কেননা, তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ'র অনুসারী নয়।[৫৭]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমি উপসংহারে বলতে চাই যে, রিজালশাস্ত্রকে 'ডাটা সায়েন্স' হিসাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। 'পুনঃ পুনঃ চেষ্টা এবং ভুল সংশোধন' বা 'ট্রায়াল এণ্ড এরর' পদ্ধতির মধ্যে গণ্য করে, যেরূপ বর্তমান সময়ে কম্পিউটার ব্যবহার করে করা হচ্ছে। আবার বিজ্ঞানের অনেক শাখায় 'ট্রায়াল এণ্ড এরর' পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত হিসাবে চর্চা করা হচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞান ও ধর্ম (সুন্নী আদর্শের) উভয় দিকের সমর্থনে আমি পাঠকদের পরামর্শ দিই রিজাল শাস্ত্র অনুসরণের। আর আল্লাহ-ই সর্বাধিক অবগত (ওয়াল্লাহু আ'লাম)। উল্লেখ্য যে, অন্টোলজি ও কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে সনদ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সর্বজন স্বীকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসাবে চর্চা করা হচ্ছে। প্রকৌশল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পাইথন এবং অন্যান্যডাটাভিত্তিক প্রোগ্রামিং যারা গবেষণার কাজে ব্যবহার করে আসছেন, তারা বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবেন। এটি বোঝার জন্য প্রোগামিং সফটওয়্যার, এলগরিদমের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং সাধারণ পাঠকের অনেকের কাছে

[৫৭] *সূত্রঃ শিয়া উইকিপিডিয়া-অনলাইন*

বোধগম্য না-ও হতে পারে ধরে নিয়ে এই প্রবন্ধটি সে-স্টাইলে লেখা হয়নি। তবে আগ্রহী পাঠকদের জন্য কিছু রেফারেন্স দেয়া হ'ল।[৫৮] ❑❑

[৫৮] তথ্যসূত্রঃ

- ■ *পবিত্র কুরআন মাজীদ [যেখানে প্রয়োজন, সূরা ও আয়াতসহ উল্লেখ করা হয়েছে]*
- ■ *কুতুবে সিত্তাহ [সহীহাইন-এর প্রয়োজনীয় হা : নংসহ দেয়া আছে]*
- ■ *আল-কামিল ফী দুয়াফাইর রিজাল : ইবনু আদী*
- ■ *অন্যান্য রিজালশাসস্ত্রের কিতাব, নাম ও লেখকসহ উল্লিখিত।*

Rebhi S. Baraka1,a, Yehya M. Dalloul, Faculty of Information Technology, Islamic University of Gaza, Palestine// Building Hadith Ontology to Support the Authenticity of Isnad

- *Description Logic Query (DL-Query) (Sirin & Parsia, 2007) via the standard Protégé plugin (Knublauch, Fergerson, Noy, & Musen, 2004) and it based on the Manchester OWLsyntax (Horridge, Drummond, Goodwin, Rector, Stevens, & Wang, 2006)*
- *Al-Safadi, L., Al-Badrani, M., & Al-Junide, M. (2011, April). Developing Ontology for Arabic Blogs Retrieval. International Journal of Computer Applications, 19(4), 0975-8887.*
- *Azmi, A., & Bin Badia, N. (2010). e-NARRATOR - An Application for Creating an Ontology of Hadiths Narration Tree Semantically and Graphically. Arabian Journal for Science and Engineering, 35(2 C), 51-68.*
- *Azmi, A., & Bin Badia, N. (2010). iTree - Automating the construction of the narration tree of Hadiths (Prophetic Traditions). 2010 International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering (NLP-KE), (pp. 1-7). Beijing.*
- *Boyce, S., & Pahl, C. (2007). Developing domain ontologies for course content. Educational Technology & Society-ETS, 10(3), 275-288.*
- *Brank, J., Grobelnik, M., & Mladenic, D. (2005). A Survey of Ontology Evaluation Techniques.Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005), (pp. 166-170).*
- *Horridge, M., Drummond, N., Goodwin, J., Rector, A., Stevens, R., & Wang, H. (2006). The Manchester OWL Syntax. OWLed , 216.*
- *Kalfoglou, Y. (2004). Using Ontologies to Support and Critique Decisions. 1st International Conference on Knowledge Engineering and Decision Support. Porto, Portuga.*
- *Knublauch, H., Fergerson, R., Noy, N. F., & Musen, M. A. (2004). The Protégé OWL plugin: An open development environment for semantic web applications. The Semantic Web--ISWC 2004 (pp. 229-243). Berlin Heidelberg: Springer .*
- *Noy, N., & McGuinness, D. (2001). Ontology development 101: A guide to creating your first ontology. Stanford knowledge systems laboratory technical report KSL-01-05.*
- *Obrst, L., Ceusters, W., Mani, I., Ray, S., & Smith, B. (2007). The Evaluation of Ontologies:Toward Improved Semantic Interoperability. In C. J. Baker, & Kei-Hoi Cheung, Eds.,Semantic Web: Revolutionizing Knowledge Discovery in the Life Sciences. Springer.*
- *International Journal on Islamic Applications in Computer Science And Technology, Vol. 2, Issue 1, December 2014, 25-39*
- *Porzel, R., & Malaka, R. (2004). A Task-Based Approach for Ontology Evaluation. ECAI Workshop on Ontology Learning and Population.Valencia, Spain.*
- *Roman, D., Keller, U., Lausen, H., de Bruijn, J., Lara, R., Stollberg, M., et al. (2005). Web service modeling ontology. Applied ontology, 1(1), 77-106.*
- *Saad, S., Salim, N., Zainal, H., & Muda, Z. (2011). A process for building domain ontology:*
- *An experience in developing Solat ontology. 2011 International Conference on in Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) (pp. 1-5). IEEE.*
- *Sirin, E., & Parsia, B. (2007). SPARQL-DL: SPARQL Query for OWL-DL. Third International Workshop on OWL: Experiences and Directions OWLED '07, 258.*
- *Wache, H., Vögele, T., Visser, U., Stuckenschmidt, H., Schuster, G., Neumann, H., et al. (2001). Ontology-based Integration of Information - A Survey of Existing Approaches.Ontologies and Information Sharing (IJCAI-01), (pp. 108-117). Seattle.*

الرسالةمؤسسة: ,لبنان.بيروتالتهذيب.تقريب .(٢٠٠٨) العسقلاني ,ا .أ

in the Life Sciences. Springer.................................

প্রসঙ্গ : ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতি ও হুথি শিয়াদের আকীদা মতাদর্শ

শেখ আহসান উদ্দিন *

(১ম পর্ব)

ভূমিকা : ইয়েমেন বিশ্বের অন্যতম মুসলিম দেশ। গত কয়েকবছর ধরে এই দেশটা বিভিন্ন কারণে আলোচনায় এসেছে। বিশেষত ইয়েমেনে যুদ্ধ, সঙ্কট, হুথি শিয়া ও দক্ষিণাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উত্থান ইত্যাদি বিষয় মিডিয়া সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে অনেকেই ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতিকে নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার। বাংলাদেশের অনেক সংবাদপত্রে ইয়েমেন ইস্যুতে অনেক সময় ইহুদিবাদী জায়োনিস্ট সেক্যুলার ও ইরানী শিয়া সমর্থিত মিডিয়া গণমাধ্যমগুলোর সংবাদকে ফলাও প্রচার করে। এতে অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে ও অনেকে শিয়া হুথিদেরকে না জেনে বুঝেই সমর্থন দেয়া শুরু করেছে। যা খুবই দুঃখজনক। তাই ইয়েমেন প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ লেখা হল।

ইয়েমেন! বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশ। ইতিহাস ঐতিহ্যে ঘেরা দেশ। যে দেশের ব্যাপারে মহানবী মুহাম্মদ সা এর দোয়া এসেছে। এই ইয়েমেনে অসংখ্য মুসলিম মনীষীর জন্ম হয়েছিল। সিরিয়ার উত্তর আফ্রিকা স্পেন জয়ের অভিযানে তাদের বৃহত্তম অবদান ছিল। ইয়েমেনি জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য তারা সুহৃদ ও বিনয়ী জাতি। ইলম জ্ঞান বিজ্ঞানের অঙ্গনে ইয়েমেন সোনালী অবদানে রেখেছিল। নবীজি ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিম উম্মাহর নিকট ইয়েমেন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সান'আ হচ্ছে ইয়েমেনের রাজধানী ও এডেন হল সেদেশের বন্দরনগরী। সান'আ ও সাদাহতে যায়েদী ও এডেনে সুন্নি আহলে সুন্নাত মুসলিমদের বসবাস বেশি। তবে সান'তে সুন্নি ও জাইদিদের সমান বসবাস আছে। জাইদিরা মূলত জায়েদ ইবনে আলী রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারী। তারা শিয়া মতবাদের ব্যানারে পরিচিত হলেও কিন্তু সুন্নিদের সাথে তাদের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। এরা ১২ ইমামি শিয়াদের ভ্রান্ত মতাদর্শের সংক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। ইমাম কাজী আল্লামা শাওকানীসহ এমন অনেক জায়েদী মনীষীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ইয়েমেনে রয়েছে। ইয়েমেনে ৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইয়াহিয়া ইবনে রাসসি জায়দি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই জায়েদীয়া ইমামত শাসন সাম্রাজ্য ২৮৪ হিজরী/৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৮২ হিজরী বা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ছিল। ইয়েমেনে জায়েদী ইমামত সাম্রাজ্যের শেষ ইমাম ছিলেন মুহাম্মদ আল বদর। এর মাঝখানে ইয়েমেনে উসমানিয়া সালতানাত খিলাফত ও ব্রিটিশ শাসন ছিল। উল্লেখ্য সান'আ ছিল ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলে ও এডেন ছিল দক্ষিণাঞ্চলে।

১৯৬২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলে ইয়েমেনি বিপ্লব শুরু হয় ও ইমামি সাম্রাজ্যের অবসান হয়। তার এক বছর পরে ১৯৬৩ সালের ১৪ অক্টোবর এডেনসহ দক্ষিণ ইয়েমেনে ব্রিটিশ শাসনামল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ইয়েমেন ব্রিটিশ সৈন্যমুক্ত হয়। ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর ইয়েমেন স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু হঠাৎ ইয়েমেন দ্বিখন্ডিত হয় উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন উত্তর ইয়েমেনের নাম হয় ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র আর দক্ষিণ ইয়েমেনের নাম হয় গণতান্ত্রিক ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র। উত্তর ইয়েমেন রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মের ভাবাদর্শে চলতো আর দক্ষিণ ইয়েমেন রাষ্ট্র বামপন্থী কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক ভাব আদর্শে চলত। উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ছিল আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ও দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ছিল আলী সালিম আল বাঈদ। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় দক্ষিণ ইয়েমেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ও ১৯৭৫ সালের দিকে উত্তর ইয়েমেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯০ সালের ২২ মে দুই ইয়েমেন এক হয়ে যায় রিপাবলিক অফ ইয়েমেন নামে, যার রাজধানী হয় সান'আ। সেসময় ইয়েমেন এক হয়ে যাওয়ার পর আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ইয়েমেনের প্রথম প্রেসিডেন্ট

* শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বিআইইউ, ঢাকা।

হন ও আলী সালিম আলবাঈদ ভাইস প্রেসিডেন্ট হন পরে। ১৯৯৪ সালে আব্দু রাব্বুহ মানসুর আল হাদি ভাইস প্রেসিডেন্ট হন।

দুই ইয়েমেন এক হওয়ার পরে ইয়েমেনে রাজনীতির পথ উন্মুক্ত হয়। তখন জিপিসি(পিপলস কংগ্রেস), ইসলাহ পার্টি, নাসেরবাদী দল, ইশতিরাকি (সমাজতন্ত্রি), হিযবুল হকসহ অনেক দল ইয়েমেনে রাজনীতি শুরু করে। এর মধ্যে জিপিসি সরকার প্রভাবিত দল, ইসলাহ ছিল সুন্নি মুসলিমদের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম, হিযবুল হক ছিল জায়েদীপন্থী আর আনসারুল্লাহ ছিল শিয়া হুথিদের রাজনৈতিক দল। ১৯৮০ এর দশকে বদরুদ্দিন হুথি এবং তার ছেলে হুসেইন বিন বদরুদ্দিন আল হুথি ও আব্দুল মালিক হুথি এই হুথি শিয়া মতাদর্শ শুরু করেন। বদরুদ্দীন হুথি একজন জায়েদী শিয়া আলেম ছিল তবে তিনি জারুদিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিলেন। জায়েদীদের মধ্যে কয়েকটা উপদল সম্প্রদায় আছে যেমন বাতরিয়া, সুলাইমানিয়া, তাফজিলীয়া, জারুদীয়া ইত্যাদি। এদের মধ্যে জারুদিয়া সম্প্রদায় হল ১২ ইমামি শিয়াদের কাছাকাছি অবস্থানকারী সম্প্রদায়। ইয়েমেনের জায়েদীদের অন্যতম রাজনৈতিক দল হিযবুল হকের সদস্য ছিলেন বদরুদ্দীন হুথি। কিন্তু সেই দলের অন্যতম নেতা জায়েদী আলেম শায়খ মাজদুদ্দিন এর সাথে বদরুদ্দিনের মতবিরোধ বিবাদ শুরু হয়। বদরুদ্দিন হুথি ইরানী শিয়াদের সমর্থন করেন। যে কারণে বদরুদ্দীন হুথি ইয়েমেনের মূলধারার জায়েদী সম্প্রদায়ের আলেম উলামাদের বিরোধিতা করেন ও ৯০ এর দশকে বদরুদ্দিন হুথি ও তার ছেলেরা হিযবুল হক ছেড়ে আশ শাবাবুল মুমিনীন নামক নতুন দল গঠন করে। সেখান থেকেই হুথি শিয়াদের উৎপত্তি হয়েছে।

২০১১ সালের জানুয়ারিতে হঠাৎ মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্ত আন্দোলন শুরু হয় যা প্রথমে মিসর, তিউনিসিয়া, সিরিয়া ও লিবিয়া থেকে শুরু হয়েছিল। যার প্রভাব ইয়েমেনে এসে পড়ে। শুরু হয় প্রেসিডেন্ট সালেহ- এর পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন। মিসরের হোসনী মোবারক, লিবিয়ার গাদ্দাফী ও সিরিয়ার বাশার আল আসাদ এই তিন শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আসে। যে কারণে এসব দেশের বিতর্কিত শাসকদের পদত্যাগ/পতন/ ক্ষমতাচ্যুত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ইয়েমেনে আলী আব্দুল্লাহ সালেহকে ক্ষমতাচ্যুত করার পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন হয় হাজার হাজার লোকজন আন্দোলনে শরীক হয়। ইয়েমেনের রাষ্ট্রায়ত্ত /সরকার প্রভাবিত সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম (যেমন আল সাওরা, ১৪ অক্টোবর, আল জুমহুরিয়া, সাবা এজেন্সি), রাষ্ট্রায়ত্ত রেডিও ও টিভি চ্যানেল যেমন ইয়েমেন টিভি, এডেন টিভি, সাবা টিভি (قناة اليمن، قناة عدن، قناة سبأ Yemen Tv) তে সালেহের পক্ষে প্রচারণা প্রপাগাণ্ডা চলে। ইয়েমেনের ইসলাহ পার্টির শায়খ জিন্দানী সালেহকে ক্ষমতাচ্যুত করার পক্ষে আন্দোলন চালাতে থাকে। সেসময় হুথি শিয়া ও দক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও সালেহবিরোধী আন্দোলন তাদের মত করে চালিয়ে রাখে। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট সালেহের পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলনকারী দুই পক্ষের মধ্যে মারধর হামলা হয়েছিল। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ সালেহ দেশত্যাগ করে সৌদি আরবে চলে যান। সে সময় ইয়েমেনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন মানসুর হাদি। পরে ২০১২ সালে দুর্নীতিসহ কতিপয় কারণে সালেহকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মনসুর হাদী ইয়েমেনের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হন। সাবেক প্রেসিডেন্ট সালেহ ছিলেন জাইদী শিয়া ও মনসুর হাদি ছিলেন সুন্নি মুসলিম। মনসুর হাদী ক্ষমতায় এসে নতুন করে সরকার ঢেলে সাজান। মনসুর হাদি ক্ষমতায় থাকাকালীন হঠাৎ সেদেশের দাম্মাজে নতুন সমস্যা শুরু হয়। ২০১১-১৩ এর মাঝামাঝি সময়ে হুথি শিয়াদের সাথে সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী এবং সেখানকার স্থানীয় সালাফিদের ত্রিমুখী যুদ্ধ শুরু হয়। সে সময় শায়েখ মুকবিল বিন হাদীর দারুল হাদিসসহ এ জাতীয় সমমনা মসজিদ-মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায় শিয়া হুথিরা।

২০১৩-১৪- এর মাঝামাঝি সময় প্রেসিডেন্ট হাদি ইয়েমেনের সব রাজনৈতিক দল পক্ষগুলোর মাঝে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু করেন, কিন্তু এই সংলাপ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পর হঠাৎ ২০১৪ সালে ইয়েমেনের

সা'দাহ শহর হুথিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সে বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে হঠাৎ জ্বালানি ভর্তুকি অপসারণের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে হুথি শিয়ারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তখন সামরিক বাহিনীর মধ্যে থাকা সাবেক প্রেসিডেন্ট সালেহের অনুগত লোকজন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদির বিরোধিতা করে। হুথিদের আন্দোলন রাজধানী সান'আ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেখানে হুথিরা প্রভাব বিস্তার শুরু করে। তখন ইয়েমেনে প্রেসিডেন্ট হাদি অনুগত সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে হুথি শিয়াদের সংঘর্ষ হয় ও পরে ২০১৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সামরিক বাহিনীতে থাকা সাবেক প্রেসিডেন্ট সালেহ অনুগত সদস্য ও হুথি শিয়ারা রাজধানী সান'আ দখল করে যাকে তারা ২১ সেপ্টেম্বর বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করে। এতে ইয়েমেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাদি উদ্বিগ্ন হন। ইয়েমেনে নতুন সঙ্কট শুরু হয়। ২১ সেপ্টেম্বর এর পরের দিন ২২ তারিখ সান'আয় সরকার, হুথি শিয়াদের সাথে ইয়েমেনের সরকার সমর্থক ও সেনাবাহিনীসহ সুন্নি মুসলমানদের হামলা- সংঘর্ষ হয়। এতে ৩৪০ জন মানুষ নিহত হয়। সেদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বাসিন্দাওয়া পদত্যাগ করেন ও জিন্দানীর ইসলাহ পার্টি সমর্থিত আব্দুল্লাহ মুহসিন আকওয়া মাত্র ৪৬ দিন ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী হন। তখন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হাদি সঙ্কট নিরসনে নতুন সরকার গঠন ও ক্ষমতা ভাগাভাগির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০১৪ সালের নভেম্বর সঙ্কট নিরসনে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হাদির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করে। ২০১৪ সালের ০৯ নভেম্বর খালেদ বাহা ইয়েমেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন। শায়খ জিন্দানী ও তার দল ইয়েমেন ইসলাহ পার্টি হুথি শিয়াদের বিরোধিতা শুরু করে ও প্রেসিডেন্ট হাদিকে সমর্থন করে।

২০১৫ সালের জানুয়ারিতে হুথি শিয়া ও সালেহপন্থীদের সাথে ইয়েমেন প্রেসিডেন্সিয়াল ফোর্স গার্ড ও সামরিক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ-সংঘর্ষ শুরু হয় ও তখন হুথিরা প্রেসিডেন্ট হাউস ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘিরে ফেলে। হুথিরা প্রেসিডেন্ট ভবন দখলের চেষ্টা করে। ২০১৫ সালের ১৯ জানুয়ারি হুথি শিয়ারা ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় টিভি স্টেশনসমূহ দখল করে সেগুলোর সম্প্রচার কার্যক্রম তাদের হাতে চলে যায় এবং ইয়েমেনের দুইটা রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল দ্বিখণ্ডিত করে যার একটা ভাগ মনসুর হাদি সরকারের হাতে চলে যায় অপর ভাগ শিয়া হুথিদের দখলে চলে যায়, ইয়েমেনের আল ছাওরা, সাবা এজেন্সিসহ অনেক সংবাদপত্র ও রেডিও স্টেশন হুথি শিয়ারা দখল করে। পরে আল-ছাওরা ও সাবা এজেন্সিসহ অনেক সংবাদপত্র দ্বিখণ্ডিত হয়। ইরানের বর্তমান শিয়া শাসক গোষ্ঠী, লেবাননের অন্যতম শিয়া মিলিশিয়া দল হিজবুল্লাহ, সিরিয়ার বিতর্কিত শাসক বাশার আল আসাদ সরকার, ইরাকের হরকাত আল নুজবা, কাতা'য়িব হেজবুল্লাহ, আসা'য়িব আহলুল হক, আল হাশদ শা'বী (পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্স)সহ অনেক ইরানভিত্তিক শিয়া মিলিশিয়া দল হুথি শিয়াদেরকে সমর্থন করে। ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদি ও প্রধানমন্ত্রী খালেদ বাহা পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পদত্যাগ করেন ও প্রেসিডেন্ট হাদিকে গৃহবন্দী করে হুথিরা। খালেদ বাহা ঘোষণা করেন যে, তিনি 'কোন আইনের ভিত্তিতে অ-গঠনমূলক নীতির অতল গহ্বরে টেনে আনা এড়াতে' পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণাঞ্চলের এডেন এবং অন্যান্য দক্ষিণ শহরগুলোর নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে, তারা আর রাজধানী সানা'আ থেকে কোনো আদেশ গ্রহণ করবেন না, কিছু প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তারা একটি স্বাধীন দক্ষিণ চাইবে। ২৩ জানুয়ারী হুথি আগ্রাসন অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে এডেন, আল হুদায়দাহ, ইব্ব এবং তা'য়িজসহ অন্যান্য শহরে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। তবে রাজধানী সান'আ হুথিদের সমর্থনে কয়েক হাজার লোক বিমানবন্দর সড়কে বিক্ষোভ করে। তারা সবুজ পতাকা ও ব্যানার সহকারে হুথি শিয়াদের স্লোগান উচ্চারণ করে। অনেক সুন্নী ও সূফি হুথি শিয়াদেরকে সমর্থন দেয়া শুরু করে। ইয়েমেনের অনেক অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জেলখানা কারাগার হুথিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

২০১৫ সালের ২৭ জানুয়ারি একটি টেলিভিশন ভাষণে হুথি নেতা আব্দুল মালিক আল-হুথি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসানের চেষ্টা করার জন্য রাজনৈতিক দল ও উপজাতীয় নেতাদের মধ্যে ৩০ জানুয়ারি সান'আয় একটি বৈঠকের আহ্বান জানান। অধিকাংশ

দলই সভা বয়কট করে, শুধুমাত্র আলী আবদুল্লাহ সালেহের জিপিসি আলোচনায় যোগ দেয়। হুথিরা উত্তর ও দক্ষিণের সমান প্রতিনিধিত্বসহ একটি ছয় সদস্যের 'ট্রানজিশনাল প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল' প্রস্তাব করে, কিন্তু আল-জাজিরা বলেছে যে, সাউদার্ন মুভমেন্ট আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করে এবং শত শত মানুষ এডেনে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

তখন অনেক আমেরিকাভিত্তিক মিডিয়া আউটলেটে খবর এসেছিল যে, মার্কিন সরকার হুথি শিয়া গোষ্ঠীর সাথে একটি কাজের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায় হুথিদের কাছে পৌঁছানো শুরু করেছে। ২০১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সান'আয় হুথি গ্রুপটি তাদের আয়োজিত এক সভায় ইয়েমেনের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটি আল্টিমেটাম জারি করে সতর্ক করে যে, তারা যদি 'বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানে না পৌঁছায়' তাহলে হুথি 'বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্ব' রাষ্ট্রের ওপর আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। পরে সেটাই হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট হাদিকে গৃহবন্দী করে ইয়েমেনের রাজধানী সান'আয় ৬ ফেব্রুয়ারি হুথি শিয়ারা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ সালেহপন্থীরা কথিত বিপ্লবী কমিটি গঠন করে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া শুরু করে। সেখানে মুহাম্মদ আলী আল-হুথিকে সেই কমিটি ইয়েমেনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে। জাতিসংঘ ঘোষণাটি স্বীকার করতে অস্বীকার করে। হুথিবিরোধী জয়েন্ট মিটিংয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আসে যে, হুথি 'অভ্যুত্থান' ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যাবে। সৌদি আরব ও কাতারসহ গাল্ফ কো-অপারেশন কাউন্সিল জিসিসিও অভ্যুত্থানের নিন্দা করে (সময় টিভি)। পরদিন ২০১৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনের বড় বড় শহর হুথিদের এই সরকার গঠনের বিপক্ষে প্রতিবাদ সমাবেশ মিছিল হয়। সেসব সমাবেশে হুথিদের সরকারকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করা হয় (ইয়েমেন শাবাব টিভি, আল আরাবিয়া ও আল-জাজিরা)। তখন ইয়েমেনের প্রধান রাজনৈতিক দল জিপিসি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট হাদি ও সাবেক প্রেসিডেন্ট সালেহ পৃথক দুটো জিপিসি হয়। তখন ইয়েমেনের সেনাবাহিনী সহ সশস্ত্র/সামরিক ও নিরাপত্তা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুইভাগ হয়ে যায় ১. প্রেসিডেন্ট হাদি প্রশাসন অনুগত সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী ও ২. হুথি শিয়া প্রশাসন অনুগত সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী।

২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রেসিডেন্ট মানসুর হাদি সান'আ থেকে পালিয়ে এডেনে উপনীত হন। তিনি টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে ঘোষণা করেন যে, আমরা দেশের নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করব এবং ইরানের পতাকার পরিবর্তে সান'আয় ইয়েমেনের পতাকা উত্তোলন করব। হুথিদের ঘোষণা অবৈধ এবং তিনিই ইয়েমেনের সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি। এখান থেকে ব্যাপক ঘাত-প্রতিঘাত শুরু হয়। ইয়েমেনের অসংখ্য লোক জীবন বাঁচানোর জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, মিসরসহ বিদেশের অনেক দেশে চলে যায়। এখান থেকে ২০১৫ এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হল।

◈ ১৯ মার্চ ২০১৫- হাদির অনুগত সৈন্যরা এডেন বিমানবন্দরে হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়। হুথিদের যুদ্ধবিমান থেকে হাদির বাসভবনে বোমা ফেলা হয়।

◈ ২০- ২৩ মার্চ ২০১৫- আল-কায়েদা সান'আর কেন্দ্রীয় মসজিদে বোমা হামলা করে। রাষ্ট্রপতি হাদী এডেনকে ইয়েমেনের অস্থায়ী রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন। হুথিরা প্রাদেশিক রাজধানী লাহিজ দখল করে নেয়।

হুথিবাহিনী ইয়েমেনের তৃতীয় বৃহত্তম শহর তা'ইজ দখল করে নেয়। মারিব প্রদেশে হুথিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাদির ৬ আত্মীয় নিহত হয়। হুথিবাহিনী বাব-এল-মান্দেব প্রণালী অভিযান করে। এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বাণিজ্য জাহাজ চলে। আব্দুল-মালিক হুথি এক ভাষণে বলেছিলেন যে, তার গ্রুপের যুদ্ধের জন্য একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে 'অবশ্যকীয়' ছিল।

◈ ২৪ ও ২৫ মার্চ ২০১৫- হুথিরা লাহিজ প্রশাসনিক এলাকা ও এডেন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে আনাদ বিমান ঘাঁটি দখল করে নেয়। হুথিবিরোধী সরকারের শীর্ষ কমান্ডার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাহমুদ আল-

সুবাইহি'কে গ্রেফতার করে সান'আয় নিয়ে যায়। মাঝে এডেনকে রেখে তারা ২০ কিলোমিটার উত্তরে দারুস সাদ নামক একটি ছোট শহর দখল করে। এই দিনে হুথি কমান্ডার আলী আল-শামি ঘোষণা করে বসে- "My forces would invade the larger kingdom and not stop at Makka, but rather Riyadh". আমার বাহিনী বৃহত্তর রাজ্য আক্রমণ করবে এবং মক্কায় নয়, থামবে রিয়াদে।

হুথিরা এডেন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সেনাঘাঁটি দখল করে নেয়। প্রেসিডেন্ট হাদি এডেন থেকে নৌকায় করে পালিয়ে যান। হাদি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে 'ইয়েমেনকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক দেশগুলোকে ইয়েমেনকে রক্ষা করতে এবং হুথি আগ্রাসন রোধ করার জন্য সব উপায়ে এবং ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈধ কর্তৃপক্ষের জন্য অবিলম্বে সহায়তা প্রদান করতে' অনুমোদন করার আহ্বান জানান। ইয়েমেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াসিন, ২৫ মার্চ আরব লিগের কাছে সামরিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন।

◈ ২৬ মার্চ ২০১৫-প্রেসিডেন্ট হাদি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে উপনীত হন এবং যুবরাজ (তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী) মোহাম্মদ বিন সালমান এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিন সালমান আরব স্থল বাহিনী প্রেরণ করতে অস্বীকার করলেও বিমান সহায়তা প্রেরণ করেন। এই দিনে প্রেসিডেন্ট হাদির অনুগত বাহিনী এডেনে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের আর্টিলারি গোলার মুখে হুথিরা আল-আনাদ বিমান ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তখন সৌদি আরবের নেতৃত্বে আরব দেশগুলোর সামরিক জোট ইয়েমেনকে হুথি আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য অভিযান শুরু করে যাকে আসিফাতুল হাযম হিসেবে অভিহিত করা হয়।

◈ ২৭-২৯ মার্চ ২০১৫- হুথিবাহিনী এডেন শহরকে ঘিরে ফেলে এবং হাদি অনুগত বাহিনীর অবস্থানগুলোতে হামলা করে। এখানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। নগরবাসীরা প্রেসিডেন্ট হাদির অনুগত বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে আসে। উভয় পক্ষই যার যার অবস্থানে থাকে। এডেনে হুথি শিয়ারা আগ্রাসন শুরু করে।

◈ ২৯ ও ৩১ মার্চ ২০১৫- হুথি ও সুন্নি উপজাতিদের মধ্যে লড়াইয়ে ৩৮ জন নিহত হয়। হুথি মিলিশিয়ারা বাব এল মান্দেব প্রণালীর নিকটে সামরিক ঘাঁটি দখল করে। তারা পেরিম নামক দ্বীপে ব্যাপক ভারী অস্ত্র ও দ্রুতগামী নৌকা মোতায়েন করে।

◈ এপ্রিল- জুন ২০১৫ - ১ এপ্রিল দালি'তে আরব জোটের বিমান হামলায় একটি হুথি ব্রিগেড তছনছ হয়ে যায়। তারা উত্তরাঞ্চলের দিকে পালিয়ে যায়। পরেরদিন প্রেসিডেন্ট হাদি'র অস্থায়ী বাসভবন হুথিরা দখল করে নেয়। মর্টার হামলা চালিয়ে ২ এপ্রিল থেকে আল-কায়েদা একিউ দক্ষিণাঞ্চলে হাদরামাউতের আল মুকাল্লাসহ অনেক এলাকা ও হাদরামাউতের আশপাশে দক্ষিণের অনেক এলাকা দখলে নেয়। ৩ এপ্রিল স্থানীয় উপজাতিরা হাদি বাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুকাল্লায় প্রবেশ করে এবং আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহরের কিছু অংশ উদ্ধার করে। শহরের অপর প্রান্তে আল-কায়েদা যোদ্ধারা সৌদি আরবের একটি সীমান্ত চৌকিতে হামলা করে ২ সৌদি সৈনিককে হত্যা করে তা দখল করে নেয়। ১৩ এপ্রিলে সাউদার্ন মিলিশিয়ারা বালাহাফের নিকটবর্তী হুথিদের ঘাঁটি দখল করে। এপ্রিলের শেষ নাগাদ আমিরাত ও হাদির অনুগত সৈন্যরা প্রায় ৮০০ আল কায়েদা যোদ্ধাকে হত্যা করে মুকল্লা পুনরুদ্ধার করে। রমজান মাস শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে ১২ জুন মুকাল্লায় এক আল-কায়েদা নেতা মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন।

◈ জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৫ - হুথি শিয়াদের সাথে সঙ্ঘটিত যুদ্ধের কারণে ইয়েমেনে হঠাৎ রমজান মাসে অন্যরকম অবস্থা দেখা যায়। সৌদি আরবে বিশেষত মক্কা ও মদিনা, আরব আমিরাত, কুয়েত ও কাতারের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে তারাবীর নামাজে হুথিদের আগ্রাসন থেকে ইয়েমেন মুক্ত করার জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে ২১ জুলাইয়ে কয়েক মাস যুদ্ধের পর হাদিবাহিনী সৌদি আরবের সহায়তায় এডেন পুনরুদ্ধার করে। এর ফলে, প্রথম ইয়েমেনে ত্রাণ পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আরব আমিরাতের একটি প্রযুক্তি দল হাজির হয় এবং দ্রুত বিমানবন্দর মেরামত করে। ২২ জুলাই ত্রাণ সহায়তা নিয়ে সৌদি সামরিক বিমান

এডেন বিমানবন্দরে অবতরণ করে। একই দিনে আরব আমিরাত থেকে একটি জাহাজভর্তি চিকিৎসা সহায়তা পৌছায়। ২৪ জুলাই আরব আমিরাতের সামরিক বিমানে করে ত্রাণ পৌঁছায়।

৪ আগস্ট প্রেসিডেন্ট হাদিপন্থী বাহিনী আল-আনাদ বিমানঘাঁটি থেকে হুথি বাহিনীকে পুশ ব্যাক করে। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ একটি হুথি ক্ষেপণাস্ত্র মারিবের একটি সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত করে, এতে ৪৫ আমিরাতি, ১০ সৌদি এবং ৫ বাহরাইনি সেনা নিহত হয়। দক্ষিণে জিঞ্জিবার অঞ্চল ২ ডিসেম্বর একিউ পুনরায় দখল করে। ১৪ ডিসেম্বর সালেহপন্থী সেনা এবং হুথি শিয়ারা তাইজ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে সামরিক ক্যাম্পের বিরুদ্ধে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।

২০১৫ সালে যখন ইয়েমেনে যুদ্ধ শুরু হয় তখন এই যুদ্ধে চার পক্ষ ছিল ১. কেবিনেট অফ ইয়েমেন বা প্রেসিডেন্ট হাদি প্রশাসন সরকার ২. হুথি শিয়া প্রশাসন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ সালেহ সমর্থক বাহিনী ৩. জঙ্গি সন্ত্রাসী দল আইএস ৪. আল কায়েদা একিউ। সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ সালেহ কখনো হুথিদের সমর্থন করেছেন আবার কখনো হুথিদের বিরোধিতা করেছেন। ইয়েমেনের জাতীয় সংসদ পার্লামেন্ট (House of representatives) দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। রাজধানী সান'আর সংসদ হুথি শিয়া প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ও ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হাদি অনুগত সরকার এডেনে তাদের সংসদ পার্লামেন্ট ভবন স্থানান্তর করে। ২০১৫-২০১৭ সালে ইয়েমেনের অনেক মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হুথি শিয়াদের দখলে চলে যায়। ২০১৬-১৭ সালের ইয়েমেনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

◈ জানুয়ারি -মার্চ ২০১৬- জানুয়ারিতে এডেনে একটি নতুন সজ্ঞাত শুরু হয়, যেখানে আইএস আইএস (ISIS) বা দায়েশ সন্ত্রাসীরা এবং একিউ আল কায়েদা শহরের আশেপাশের এলাকাগুলো দখল করে। ৬ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হাদির অনুগতরা মিদি জেলার কৌশলগত বন্দর দখল করে। কিন্তু হুথি প্রশাসন সমর্থিত বিদ্রোহীরা শহর এবং এর আশেপাশে আক্রমণ চালিয়ে যায়। ৩১ জানুয়ারী আল আনাদ এয়ার বেস ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ ঘটে। যেখানে হুথি শিয়ারা একটা মিসাইল আক্রমণ চালায় এতে ২০০ জন হুথিবিরোধী সৈনিক নিহত হন

ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, হাদিপন্থী বাহিনী নিহম জেলা দখল করে কয়েক ডজন হুথি যোদ্ধাকে হত্যা করে সান'আ প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে, কিছু শহর ও গ্রাম দখল করে। ২২ ফেব্রুয়ারিতে আবিয়ানে হাদি সরকার-হুথি শিয়া ও আল কায়েদা একিউ ত্রিমুখী সংঘাত শুরু হয়। ২৫ মার্চ আইএস আইএল (ISIS/ISIL) সন্ত্রাসীরা এডেনে গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা করে যেখানে বোমার আঘাতে ২৭ জন মানুষ নিহত হয় যার মধ্যে ১৭ জন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। মার্চ, এপ্রিল মে ও জুন মাসেও ইয়েমেনের অনেক এলাকায় বিশেষত এডেন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আইএস সন্ত্রাসীরা জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলা চালায়, এসব এলাকায় আইএস সন্ত্রাসী ও আল কায়েদার সাথে প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদি প্রশাসন অনুগত বাহিনীর যুদ্ধ হয়। (চলবে ইনশা আল্লাহ)

কমলা

ইংরেজি নাম: Mandarin

বৈজ্ঞানিক নাম: Citrus reticulata

জাত: ম্যানডারিন: খাসিয়া, নাগপুরী, মোসাম্বি, বারি কমলা-১, বারি কমলা-২, বারি কমলা-৩।

পুষ্টিগুণ: আমিষ ও ভিটামিন সি রয়েছে।

ওষধিগুণ: কমলা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক খোসা আম্লরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে উপকারী। ফুলের রস ভাইরাল ইনফেকশন ও কিডনিতে পাথর জমা প্রতিরোধ ও মৃগী রোগ নিবারক।

উৎপাদন এলাকা: সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও পঞ্চগড় এলাকায় কমলার চাষ হয়। ইদানীং দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফলবাগান ও পারিবারিকভাবে কমলার আবাদ শুরু হয়েছে।

সূত্র : কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রজেক্টর নিয়ে কিছু কথা

সাইদুর রহমান*

‘কী চাচা, চেহারা এমন বিদঘুটে হয়ে আছে কেন? যেন আলকাতরা লেপটে দেয়া হয়েছে আপনার চেহারায়! চিন্তা ও বিষন্নতার ছাপ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আপনার চেহারার চিরচেনা সজীবতা ম্লান হয়ে গেল কেন? হাসোজ্জ্বল ভাব কোথায় হারিয়ে গেল?

বুঝতে পেরেছি, চাচীর সাথে ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া তো হবার কথাই; কারণ তারুণ্যের বাসন্তি হাওয়া আপনার থেকে বিদায় নিয়ে পৌষি হাওয়া বইতে শুরু করেছে! এখন আর চাচীর আপনাকে ভালো লাগে না। কথা বলছেন না কেন, অসুখ- বিসুখ হলো নাকি?’

তোমার মশকরা ও সাহিত্য ভাষা শহরে গিয়ে বলো। আমাদের মতো মূর্খ মানুষের সাথে বলে লাভ নেই। যত্তোসব প্যাঁচ হলো হুজুরদের মাঝে! এজন্যই তো লোক মুখে কিংবদন্তি হয়ে আছে, ‘দু'হুজুর এক লেপের নিচে ঘুমাতে পারে না’।

‘কী হয়েছে চাচা একটু খুলে বলুন তো?’

গতকাল এক হুজুর থেকে শুনলাম মহিলারা প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তার চেহারা দেখে ওয়াজ নসিহত শুনতে পারবে; এটা তাদের জন্য বৈধ আছে। আজ আরেক বক্তা থেকে শুনলাম চেহারা দেখা নাকি যাবে না; দেখা নাকি অবৈধ।

আমরা সাধারণ মানুষ কোন পথে চলবো? মাঝে মাঝে মনে চায় ভিন্ন গ্রহে বসবাস করি!

এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম আপনার মনোক্ষুন্ন হওয়ার কারণ কী। ‘চাচা আপনার হাতে কি সময় আছে? মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই বিষয়টি আপনার কাছে সুস্পষ্ট করবো’।

‘তোমার কথা আর কী শুনবো, পুঁচকে বাচ্চা তুমি’!

‘তারপরও একটু চেষ্টা করতাম আপনি বললে’।

‘ঠিক আছে বলো, আমি এখন একটু ফ্রি আছি। শুনি, কী তোমার জাদুমাখা কথা’।

‘বিরক্ত হবেন না কিন্তু, একদম বসে বসে শুনবেন’।

‘আচ্ছা, বলো না’!

পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সব আল্লাহ তা‘আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে যা কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে বা হবে সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি। তিনি বলেন,

‘وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ’আল্লাহ তোমাদের ও তোমরা যা কিছু করো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন’।[৫৯]

‘وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ’তোমাদের অজানা আরো অনেক কিছু তিনি সৃষ্টি করবেন’।[৬০]

মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো ‘কৌতূহল প্রবণতা, অজানা বিষয় জানার সর্বাত্মক চেষ্টা করা’। এই প্রবণতা আবহমানকালে ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

আধুনিক যুগে একটি যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এর নাম হলো 'প্রজেক্টর'। কিন্তু সমস্যা হলো- এই ‘প্রজেক্টর’ নিয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু বিদ্বান বলেছেন, প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে ওয়াজ নসিহত শুনতে পারবে; আর কিছু বিদ্বান বলেছেন, পারবে না।

চাচা আপনার কাছে দু'দলের দলীল- প্রমাণ উপস্থাপন করে সঠিক মত জানানোর চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

যারা বলেছেন, প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে ওয়াজ নসিহত শুনতে পারবে না, তাদের দলীল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে’।[৬১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নারীদের চক্ষু অবনত রাখতে আদেশ করেছেন। এতএব, নারীরা পর পুরুষের চেহারা দেখতে পারবে না। চাই তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা প্রজেক্টরের মাধ্যমে।

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৫৯] সূরা আস-সাফ্ফাত আয়াত : ৯৬
[৬০] সূরা আন-নাহল আয়াত : ৮
[৬১] সূরা আন-নূর আয়াত : ৩১

امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ". قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ". قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আবূ ‘আমর ইবনু হাফস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুপস্থিত থাকা অবস্থাতেই তাকে চূড়ান্ত তালাক দেন। তিনি তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তার নিকট সামান্য কিছু যব (খোরাকী) পাঠালেন। এতে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাগান্বিত হলেন। প্রতিনিধি লোকটি বললো, আল্লাহর শপথ! আপনার জন্য আমাদের ওপর কোনো পাওনা নেই। অতঃপর ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন, তার থেকে তুমি খোরাকী পাওয়ার অধিকারিণী নও। তিনি তাকে উম্মু শারীকের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, তার ঘরে তো আমার সাহাবীদের আসা-যাওয়ার একটা ভিড় থাকে। তুমি বরং ইবনু উম্মে মাকতূমের ঘরে অবস্থান করো। কারণ সে অন্ধ মানুষ। তোমার পোশাক বদলাতে কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। তোমার ইদ্দতকাল শেষ হলে আমাকে জানাবে,। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার ইদ্দতকাল শেষ হলে আমি তাকে জানালাম, মু’আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহম উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এই যে আবূ জাহম, তার কাঁধ থেকে লাঠি কখনো নীচে নামে না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে মারধর করে) আর মু’আবিয়াহ! তার তো কোনো সম্পদই নেই। তুমি বরং উসামাহ ইবনু যায়েদকে বিয়ে করো’। ফাতেমা বলেন, প্রথমে আমি তাঁর এ প্রস্তাবকে অপছন্দ করি; কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন, তুমি উসামাহ ইবনু যায়িদকে বিয়ে করো’। সুতরাং আমি তাকে বিয়ে করলাম। মহান আল্লাহ

كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" احْتَجِبَا مِنْهُ ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ "

উম্মু সালামাহ ও মাইমুনা (আনহুমা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি (উম্মু সালামাহ) বলেন, আমরা দু’জন তাঁর নিকটে অবস্থানরত থাকতেই, ইবনু উম্মু মাকতূম রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর নিকট এলেন। এটা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা করো’। আমি (উম্মু সালামাহ) বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি তো অন্ধ মানুষ, তিনি তো আমাদেরকে দেখতেও পারছেন না চিনতেও পারছেন না! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘তোমরাও কি অন্ধ? তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?’[৬২]

এ হাদীসে রাসূল (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদ্বয়কে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিআল্লাহু আনহুকে দেখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, মহিলারা পুরুষদের দেখতে পারবে না।

চাচা জেনে রাখুন একটা কথা; এই হাদীসটা কিন্তু দুর্বল। তাই নাকি? হ্যাঁ। মুহাদ্দিসদের একটি বড় দল এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। ঠিক আছে, তারপর বলতে থাকো।

এখন উল্লেখ করবো ওই সমস্ত বিদ্বানদের দলীল প্রমাণ, যারা বলেন প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে ওয়াজ নসিহত শুনতে পারবে।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ". وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ" إِنَّ تِلْكَ

[৬২] *তিরমিযী, ২৭৭৮ দুর্বল হাদীস*

আমাদের এ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে বরকত দান করেছেন, তাতে আমি অন্যের ঈর্ষার পাত্র হয়েছি।[৬৩]

এ হাদীসের মাঝে রাসূল ﷺ ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিআল্লাহু আনহাকে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহা'র গৃহে ইদ্দত পালন করতে বলেছেন। এমনিভাবে তিনি একথাও বলেছেন যে, তুমি কাপড় খুলে রাখলেও সে তোমাকে দেখতে পাবে না। এখান থেকে এ বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহা অন্ধ সাহাবীকে বিভিন্ন সময় দেখতেন।

أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عَلَى باب حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ.

'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা দ্বারা) খেলা করছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি ওদের খেলা অবলোকন করছিলাম।[৬৪]

এ হাদীসটি একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ মহিলারা পুরুষদের দেখার ব্যাপারে। এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। আর ওই সময় তিনি ষোল বছরের পূর্ণ যুবতী ছিলেন।

এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মোল্লা আলী কারী হানাফি ও জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'মহিলারা কামভাব ব্যতিরেকে পুরুষদের দেখতে পারবে'।[৬৫]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীতে বলেন,' কামভাব ব্যতিরেকে মহিলারা অপরিচিত পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে'।[৬৬]

[৬৩] *সুনানে আবু দাউদ হা : ২২৮৪*
[৬৪] *সহীহ বুখারী হা : ৪৫৪*
[৬৫] *মিরকাত ৬ খন্ড ২৬০ প*
[৬৬] *হা, ১২৯৯ খন্ড ৪ পৃ ৫১*

রাসূল ﷺ-এর যুগে মহিলারা মসজিদে সালাত আদায় করতে যেত। আর এ কথা সহজেই অনুমেয় যে তারা পুরুষদের দেখতে পেত। এমনিভাবে মহিলাদের মুখাবয়ব ঢেকে রাখতে আদেশ করা হয়েছে; কিন্তু পুরুষদের তো আদেশ করা হয়নি। এখান থেকেও বুঝা যাচ্ছে মহিলারা পুরুষদের চেহারা দেখতে পারবে আর পুরুষরা মহিলাদের চেহারা দেখতে পারবে না। কারণ পুরুষরা তো সাধারণত খোলামেলা চলাফেরা করে।

তবে তারা বলেছেন, কোনো মহিলা যদি কামভাব নিয়ে বক্তার আলোচনা শুনে, তাহলে ওই মহিলার জন্য বক্তার চেহারা দেখা বৈধ নয়। এই মহিলার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হবে,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে।[৬৭]

চাচা, এই দুটি মতের মাঝে দ্বিতীয় মতটিই আমি মনে করি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ কামভাব ব্যতিরেকে মহিলারা বক্তার চেহারা দেখে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওয়াজ নসিহত শুনতে পারবে।

ভাতিজা, তোমার কথাগুলো খুব ভালো লাগলো। সব হুজুর শুধু একপক্ষের দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে। তুমি উভয়পক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন করে সুন্দর একটি ফায়সালা দিয়েছ। আল্লাহ তোমার জ্ঞানে সমৃদ্ধি দান করুন, জাতির কল্যাণে তোমাকে কবুল করুন। বর্তমান সমাজে মানুষ দিশেহারা হয়ে পাপ কাজের পেছনে ছুটছ। মূর্খতার বশবর্তী হয়ে হাজারো অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তুমি এই পথভোলা জাতিকে সঠিক দিশা দিবে। তাদের অন্তরে জ্ঞানের ফল্গুধারা বইয়ে দিবে। দৃঢ়তার সাথে বিদ'আতীদের মুখোশ উন্মোচন করবে। আল্লাহ তোমার সহায় হোন। আমীন।

[৬৭] *সূরা আন-নূর আয়াত : ৩১*

শুব্বান পাতা

صفحة الشبان

কুরআন বুঝার জ্ঞান : উলূমুল কুরআন

সংকলক : ড. মুহাম্মাদ আহমাদ মুইয ★
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : **সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব** ★

উলূমুল কুরআন। পর্ব : ০২
ক্বারী ও কিরাআত

ক্বিরাআত (القِراءتُ) কী?

(القراءت) শব্দটি القرء শব্দমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ : একত্রিত করা/জমা করা/মিলিত করা (الجمع والضمّ)। যেমন কেউ যদি বলে قرأت الماء في الحوض অর্থাৎ, আমি হাউযে পানি জমা করেছি। এরকম নামকরণের কারণ হলো- একজন ক্বারী বা পাঠক পড়ার সময় অক্ষরের সাথে অক্ষরকে যুক্ত করে, যার কারণে সেটা একটি শব্দে পরিণত হয়। আবার শব্দের সাথে শব্দ মিলিয়ে পাঠ করতে গেলে একটি করে বাক্য তৈরি হয়। সুতরাং, পাঠক পাঠ করার (কিরাআত) অর্থ হল 'পঠিত অংশগুলোকে একত্রিত করা'।

পরিভাষায় : কুরআন তিলাওয়াতের বা মৌখিক উচ্চারণের অন্যতম একটি মাযহাব বা রীতিকে কিরাআত বলে। এক্ষেত্রে একজন ইমাম উক্ত রীতি অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করে এবং অন্যান্য ক্বারীদের সাথে রিওয়াইয়াত (বর্ণনা) ও বর্ণনার পরম্পরা সূত্র ঠিক রেখে শুধু উচ্চারণের ধরন বা রীতি ভিন্ন হয়।

অন্যান্য ইলমের মাঝে ইলমুল ক্বিরাআতের অবস্থান/মর্যাদা : ইলমুল ক্বিরাআত একটি অন্যতম সম্মানিত জ্ঞান। কারণ এটা সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কুরআনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

ইলমুল ক্বিরাআতের উৎপত্তি : কিরাআত কবে নাযিল হয়েছে এ নিয়ে আলেমদের কাছে অকাট্য কোনো ইতিহাস নেই। কিরাআতের সূচনা নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায় :

১. কিরাআত সর্বপ্রথম মক্কায় অবতীর্ণ।

২. কিরাআত সর্বপ্রথম মদীনায় অবতীর্ণ।

তবে কেউ কেউ এ দুটো মতের সমন্বয়ে একটি মত দিয়েছেন যে, কুরআন নাযিলের সূচনা যখন, কিরাআতের সূচনা তখনই। কিন্তু তখন (মক্কায়) কুরআন পাঠের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়েনি। কারণ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে শুধুমাত্র একটি আঞ্চলিকতায় (লিসানু কুরাইশ) আরবি ভাষার ব্যবহার হতো। মূলত মদীনায় হিজরতের পর ইসলাম ধর্মে যখন বিভিন্ন গোত্রের আগমন ঘটে তখন উচ্চারণ পদ্ধতির বিষয়টি সামনে আসে।

ইলমুল কিরাআতের ক্রমবিকাশ :

কিরাআতের এ অমূল্য জ্ঞানকে কয়েকটি স্তর পাড়ি দিতে হয়।

প্রথম স্তর : রাসূল ﷺ পুরো কুরআনের বিভিন্ন পঠন-পদ্ধতি জিবরীল عليه السلام থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আল্লাহর ﷻ নির্দেশে তিনি ﷺ সেভাবেই মানুষের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন : [হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর।[৬৮]

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে সকালে পাঁচ আয়াত আর বিকালে পাঁচ আয়াত পড়াতেন। কখনও বা একজন সাহাবীকে এক পঠনরীতিতে আর আরেকজনকে আরেকভাবে পড়াতেন। এভাবে সাহাবীগণ রাসূল ﷺ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদেরকে পড়াতেন। কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করতো, রাসূল ﷺ তাকে কুরআন শেখার জন্য কোনো এক সাহাবীর কাছে পাঠাতেন। আবার বিভিন্ন গোত্রকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ﷺ তাদের কাছেও কিরাআতে পারদর্শী সাহাবীদেরকে পাঠাতেন। এভাবেই আস্তে আস্তে একদল সাহাবী কুররা (ক্বারী শব্দের বহুবচন) হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দ্বিতীয় স্তর : রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর আরবের বহু গোত্র মুরতাদ হতে থাকে। তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য তৎকালীন খলিফা আবু বকর رضي الله عنه সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করেন (ইতিহাসে

★ *উসতাযুল কুরআন, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব*
★ *অধ্যয়নরত, শারীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা*

[৬৮] *সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত :* ৬৭

এটি রিদ্দাহ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ)। বহু বিজ্ঞ ক্বারী এ যুদ্ধে শহীদ হন। কুরআন সংরক্ষণকারীদের এমন মৃত্যুতে সাহাবীগণ কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করতে লাগলেন। এর সমাধানকল্পে তারা পুরো কুরআনকে সকল কিরাআত সহকারে একটি মুসহাফে একত্রিত করেন।

তৃতীয় স্তর : রিদ্দা যুদ্ধের পর মুসলিম সৈন্যরা ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করে। এর ফলে দ্বীন ইসলামে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটে। বিজিত এলাকাগুলোতে সাহাবীগণ কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেক সাহাবী সেভাবেই কুরআন শেখাতেন যেভাবে রাসূল ﷺ থেকে শিখেছেন (কেউ এক কিরাআতে, কেউ বা ভিন্ন কিরাআতে)। এখান থেকেই মূলত তাবেঈগণ ও তাদের ছাত্রদের মাঝে বর্ণনার ভিন্নতা দেখা যায়। তারা ভিন্ন ভিন্ন কিরাআত শিক্ষা করতে থাকেন।

চতুর্থ স্তর : একদল তাবেঈ ও তাবে তাবেঈন ছিলেন যারা তাদের পুরো জীবনটাকেই কুরআনের পেছনে ব্যয় করেছেন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ, প্রতিটি কালিমার তাজবীদ, কিরাআত ও রিওয়াইয়াত নিরীক্ষণ করা ছিল তাদের মূল গুরুত্বের জায়গা। এভাবেই তারা অনুসৃত ইমাম হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হন। মানুষ তাদের থেকে কিছু শেখার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতেন। তাদের কিরাআতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইজমা সঙ্ঘটিত হয়েছে।

নিম্নে শহরকেন্দ্রিক কিছু প্রসিদ্ধ ক্বারীর নাম উল্লেখ করা হলো :

মক্কা : মুজাহিদ বিন জাবর, ইকরিমা (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস), ত্বউস বিন কায়সান আল-ইয়ামানী, আত্বা বিন আবূ রবাহ এবং অন্যান্য।

মাদীনাহ : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া বিন যুবাইর, উমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনু শিহাব আয-যুহরী, যাইদ বিন আসলাম এবং অন্যান্য।

কূফাহ : আলক্বমাহ বিন ক্বাইস, মাসরূক বিন আল-আজদা', আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী, আন-নাখ'ঈ, আশ-শা'বী, উমর বিন শুরহবীল, আল-আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ, সাঈদ বিন জুবাইর এবং অন্যান্য।

বাসরাহ : আল-হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ বিন সিরীন, ক্বতাদাহ বিন দিয়ামাহ আস-সাদূসী, নাসর বিন আসিম, ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার, আবুল আলিয়া আর-রিয়াহী এবং অন্যান্য।

শাম : মুগীরাহ বিন আবূ শিহাব আল-মাখযূমী, খলীফাহ বিন সাদ, ইয়াহিয়া বিন আল-হারিস এবং অন্যান্য। (রহিমাহুমুল্লাহ রহমাতান ওয়াসি'আন)

এমন আরো অনেক ক্বারীদের কিরাআতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইলমুল কিরাআতও একটি স্বতন্ত্র ইলমে পরিণত হয়।

কিরাআতের ইতিহাস :

সময়ের সাথে সাথে ক্বারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। শত থেকে সহস্র বিজ্ঞ ক্বারী। এরই এক পর্যায়ে কিছু আলেম 'ক্বারী ও কিরাআত' নিয়ে লেখনী ও সঙ্কলনে মনোনিবেশ করতে লাগলেন। সেসময়ে কিরাআত নিয়ে লিখেছেন যারা :

১. আবূ উবাইদ (মৃঃ ২২৪ হিঃ)। তার লেখনীতে ২৫ জন ক্বারীর কিরাআত স্থান পেয়েছে।

২. আহমাদ বিন জুবাইর আল-আনত্বাকী (মৃঃ ২৫৮ হিঃ)। তার লেখনীতে ৫ জন ক্বারীর কিরাআত স্থান পেয়েছে।

৩. আবূ বকর আদ-দাজানী (মৃঃ ৩২৪ হিঃ)।

৪. ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী (মৃঃ ৩২৪ হিঃ) তার 'আল-কিরাআত' গ্রন্থে ২০-এর অধিক ক্বারীকে নিয়ে এসেছেন।

অতঃপর, আহমাদ বিন মুজাহিদ (মৃঃ ৩২৪ হিঃ) তার 'আস-সাব'আহ (السبعة)' গ্রন্থে যখন মুতাওয়াতির সূত্রে শুধুমাত্র সাতজন ক্বারীর সূত্রে কিরাআত সঙ্কলন করলেন তখন তার কিতাবটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল। বইটি এতটাই প্রসিদ্ধ হয়ে গেল যে, মানুষ মনে করলো ক্বারী আর কিরাআত শুধু এই সাতটি মাত্র। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে এটা মনে করা শুরু করল যে, এই সাতটি কিরাআত আসলে কুরআন অবতীর্ণের সাতটি হরফ (সাতটি আঞ্চলিক ভাষা)!!!

কোনো কোনো আলেম ইবনে মুজাহিদের সমালোচনা করতে লাগলেন। তাদের মতে সাত কিরাআতে সীমাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে কোনো আসার কিংবা হাদীস নেই; বরং এটা পরবর্তী সময়ের কিছু আলেমের সঙ্কলন মাত্র।

অন্যদিকে মাক্কী বিন আবূ তালিব (মৃঃ ৪৩৭ হিঃ) সাত কিরাআত পছন্দনীয় হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'যাতে মানুষ সাতটি শহরের মুসহাফের অনুসরণ করতে পারে।

পঞ্চম স্তর : সঙ্কলনের স্তর। অধিকাংশ আলেমদের মতে, ইলমুল কিরাআত বিষয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেন আবূ উবাইদ

ক্বসিম বিন সাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ)। এরপর তৃতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে সর্বোচ্চ পরিমাণে সঙ্কলন হয়।

এরপর নবম শতাব্দী পর্যন্ত সঙ্কলন থেমে ছিল। এ সময়টায় আলেম সমাজ কিরাআত বিষয়ে ইমাম শাতেবী (মৃঃ ৫৯০ হিঃ) (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর লিখিত কবিতার ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন।

বিশুদ্ধ কিরাআতের শর্ত কী?

কিরাআত-বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বিশুদ্ধ কিরাআতের জন্য তিনটি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। ইবনুল জাযারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার লেখনীতে এই শর্তগুলো একত্রিত করেছেন।

১. আরবী ভাষার সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

২. মুসহাফে উসমানীর যেকোনো একটি মুসহাফের সাথে মিল থাকতে হবে।

৩. বিশুদ্ধ সানাদ।

(তিনটি শর্তের-ই বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে)

কিরাআতের প্রকারভেদ :

কিরাআত ছয় প্রকার :

১. মুতাওয়াতির : যে কিরাআত এমন একদল বর্ণনা করেছেন যাদের সকলের একত্রিত হওয়ার ওপর মিথ্যার ইলযাম লাগানো যায় না এবং সানাদের শেষ অবধি এরূপ বর্তমান থাকে। যেমন : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) আয়াতটির কিরাআত নিয়ে সকলেই একমত। কিরাআতের ক্ষেত্রে অধিকাংশই মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত।

২. মাশহূর : যার সানাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু সেটা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত নয়। এটা রসম ও আরবির সাথেও মিল থাকতে হবে এবং এটা ক্বারীদের কাছেও প্রসিদ্ধ হতে হবে। যেমন : আবূ জা'ফারের কিরাআত অনুযায়ী (مَّآ أَشْهَد ناهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ)। কিন্তু অন্যান্য সকল কিরাআত অনুযায়ী (أَشْهَدتُّهُمْ)।

৩। আ-হাদ : যার সানাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু রসম অথবা আরবির সাথে সাংঘর্ষিক। অথবা যেটা মাশহূরের ন্যায় প্রসিদ্ধ নয়। আ-হাদ সূত্রে বর্ণিত কিরাআত অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। যেমন আসিম আল-জাহদারী সূত্রে আবূ বাকরাহ থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) তিলাওয়াত করেন : (متكئين على رفائف خضر وعباقري حسان)। (বিশুদ্ধ কিরাআত হল : مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ)। জমহুর আলেমগণের মতে, আ-হাদ কিরাআতে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। আর শরঈ বিধানের ক্ষেত্রে এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করার বিধান আ-হাদ শ্রেণির হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণের মতোই (অর্থাৎ, দলিল গ্রহণ করা যাবে)।

৪. শায : যার বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয় অথবা বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলেও আরবি ভাষার সাথে যার সামাঞ্জস্য নেই।

৫. মাওযূ : যার কোনো ভিত্তি নেই। অর্থাৎ, যা সানাদ ছাড়া বর্ণিত।

৬. মুদরাজ : তাফসীরের উদ্দেশ্যে কিরাআতের মাঝে যা বৃদ্ধি করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, কিরাআত যদি আরবি অথবা রসমের বিপরীত হয় তবে সেটা সকলের ঐকমত্যে প্রত্যাখ্যাত। আর যদি আরবি ও রসমে মিল থাকে এবং মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয় তবে সেটা সকলের ঐকমত্যে গ্রহণযোগ্য। আর যদি আরবি ও রসমে মিল থাকে এবং আ-হাদ সূত্রে বর্ণিত হয় তবে সেটা দ্বারা সালাত আদায়ের ব্যাপারে জমহুর আলেমগণের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সাত ক্বারী :

১. ইবনু আমির : আবূ ইমরান আব্দুল্লাহ বিন আমির আল-ইয়াহসাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিশিষ্ট তাবেঈ। তিনি মুগীরাহ বিন আবূ শিহাব থেকে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন, যিনি উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছাত্র ছিলেন।

২. ইবনু কাসীর : আব্দুল্লাহ বিন কাসীর আদ-দারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তিনি ইমামুল ক্বুররা বি-মাক্কাহ বা মক্কার ক্বারীদের ইমাম।

৩. আবু বকর : আসিম বিন আবূ আন-নুজূদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তিনি কূফাহ-র ক্বারীদের ইমাম।

৪. আবূ আমর যাবান/যুবান বিন আল-আলা আল-বাসরী : সাত ক্বারীর মাঝে তার শায়খের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল।

৫. আবূ রুওয়াইম নাফি বিন আব্দুর রহমান আল-মাদানী। ইমামু দারিল হিজরাহ বা হিজরতের দেশের ইমাম। তিনি মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন।

৬. হামযাহ বিন হাবিব আয-যাইয়্যাত আল-কুফী।

৭. আল-কাসাঈ : আলী বিন হামযাহ আন-নাহবী আল-কূফী। তিনি নাহূ শাস্ত্রের সবচেয়ে বেশি পণ্ডিত ছিলেন। (চলবে....)

শরয়ী দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট আলেমের মৃত্যু

শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান *

আল্লাহ মানুষকে খাঁটি ইসলামের ওপর সৃষ্টি করেছেন। পথদিশার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব ও দাঈ ইলাল্লহ পাঠিয়েছেন। বিশেষত উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমদেরকে নবীগণের উত্তরাধিকারী করে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন। যারা নিজেরা পাপ-পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, গর্হিত ও ব্যক্তিত্ববিরোধী কাজ থেকে মুক্ত থাকবে, সর্বদা শরীকহীন একক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাবে, বিপদ আসলে ধৈর্য্য ধারণ করবে ও সওয়াবের প্রত্যাশী হবে।

ইসলামের প্রকৃত দাঈ যেমন আছে তেমনি অনেক আলেম ও বক্তা আছে যারা আল্লাহর পথের আহ্বায়কের খোলস পরে ইসলাম বিধ্বংসী আকীদা, বিদ'আত ও ভ্রান্ত মতবাদের দিকে আহ্বান করে থাকে।

পথদিশার এত মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বই, ভ্রষ্ট আলেমের সাহচর্য ও অনুকূল পরিবেশের কারণে বিভ্রান্ত হয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী কারণ হল ভ্রষ্ট আলেমের সাহচর্য, অন্ধ বিশ্বাস। তিনি যা বলবেন তা অকপটে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া। এটা অনুসৃত ও অনুসরণকারী ব্যক্তির জন্য বিপদ ডেকে আনে।

ভ্রষ্ট আলেমের পরিচয় :

যেসব আলেম শিরক, কুফরী, বিদ'আত, তাগুত, হালালকে হারাম, হারামকে হালাল করার দিকে আহ্বান করে তাদেরকে ভ্রষ্ট আলেম বলা হয়।

ভ্রষ্ট আলেমের কতিপয় নাম হাদীসে এসেছে, তা হল : (ক) আয়িম্মাতুল মুদিল্লীন তথা পথভ্রষ্ট ইমাম

(খ) ওলামায়ে সু তথা মন্দ আলেম (গ) দু'আতুন 'আলা আবওয়াবি জাহান্নাম তথা জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী।

হাদীসের আলোকে ভ্রষ্ট আলেম :

ভ্রষ্ট আলেমদের থেকে সতর্ক থাকতে শরীয়তে অনেক ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে, তাদের ফাঁদে পা দেয়া সাবধান করা হয়েছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ.

সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরকেই ভয় করি।[৬৯]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ : «هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا ، يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا.

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জাহান্নামের দরজাসমূহে আহ্বানকারী থাকবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, তারা আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে।[৭০]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ পথভ্রষ্ট আলেমের দ্বীন ধ্বংসের কথা কবিতা আবৃত্তি করে বলেন,

رأيتُ الذنوبَ تميتُ القلوبَ ويتبِعُها الذلَّ إدمانُها

وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ وخيرٌ لنفسكَ عصيانُها

وهل بدَّلَ الدينَ إلا الملوكُ وأحبار سوءٍ ورُهبانُها

আমি অবশ্যই অবগত আছি যে, পাপাচার মানুষের অন্তর মেরে ফেলে। আর গুনাহের কাজ আসক্তি, অপমান ডেকে আনে।

পাপাচার ছেড়ে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে অন্তরের জীবন, নফসের অবাধ্য হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তোমার কল্যাণ।

* *উস্তায, আল-মা'হাদ আস-সালাফী, নিজখামার, বটিয়াঘাটা, খুলনা।*

[৬৯] *জামে তিরমিযী হা : ২২২৯*
[৭০] *ইবনে মাযাহ হা : ৩৯৭৯*

রাজা-বাদশারাই দ্বীনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে চরিত্রহীন পাদ্রী ও সন্যাসীর দল।

ভ্রষ্ট আলেম আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় অনেক পণ্ডিত-পুরোহিত মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।[৭১]

আল্লাহ শিরক ও শিরককারীকে প্রত্যাখ্যান করেন। হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি শরীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি কোনো লোক কোনো কাজ করে এবং এতে আমি ছাড়া অপর কাউকে শারীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরকি কাজকে প্রত্যাখ্যান করি।[৭২]

যারা ইসলামে মনগড়া নতুন কিছু আবিষ্কার করে তাদের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার এ আদেশের মাঝে নতুন কিছু তৈরি করল যেটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা প্রত্যাখ্যাত।[৭৩]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ সম্পাদন করবে যার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[৭৪]

নবী ﷺ আমরণ শিরক, বিদ'আত থেকে সতর্ক করেছেন ও করতে নিষেধ করেছেন। এ কাজ সব করাটাই গুনাহ। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর সীমারেখার গণ্ডি পেরিয়ে এসব কাজের দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে তার ব্যাপারটি কতটা ভয়াবহ! তাদেরকেই রাসূল ﷺ পথভ্রষ্ট আলেম বলেছেন।

সালাফদের অবস্থান :

প্রকৃত মুসলিম কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আলেমের মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হবে এবং বিদ'আতী, পথভ্রষ্ট, বাতিলের দিকে আহ্বানকারী আলেমের মৃত্যুতে খুশি হবে। বিশেষত যখন সে এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। কেননা এতে তাদের কলম ভেঙে যায়, মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার চিন্তা-ভাবনা বিফলে যায়।

সালাফে সালেহীন ভ্রষ্ট আলেমের জীবদ্দশাতেও তাদের সম্পর্কে সতর্ক করতে শিথিলতা করতেন না।

এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের ভ্রষ্টতাকে সুস্পষ্ট করতেন, মৃত্যুতে খুশি হন, একে-অপরকে খুশির সংবাদ দিতেন।

পথভ্রষ্ট আলেমের মৃত্যুতে দুনিয়াবাসী, জীবজন্তু, গাছ-পালা সবকিছু স্বস্তি পায়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ : «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ : «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

কাতাদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি বললেন, সে সুখী অথবা (অন্য লোকেরা) তার থেকে শান্তি লাভকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'মুস্তারিহ' ও মুস্তারাহ মিনহু-এর অর্থ কী? তিনি বললেন, মুমিন বান্দা

[৭১] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৩৪*
[৭২] *সহীহ মুসলিম হা : ২৯৮৫*
[৭৩] *সহীহ বুখারী হা : ২৬৯৭*
[৭৪] *সহীহ মুসলিম হা : ১৭১৮*

দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তিপ্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু শান্তিপ্রাপ্ত হয়।[৭৫] তাহলে কেন একজন মুসলিম এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে খুশি হবে না যে আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিত ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত!?

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে এক বিদ'আতী সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ এ বছরের যুলহিজ্জাহ মাসে মুসলিমদেরকে স্বস্তি দিয়েছেন। প্রথমে তাকে তার বাড়িতে দাফন করা হয় অতঃপর কুরাইশদের কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়। আল্লাহর সকল প্রশংসা। সে যখন মারা গিয়েছে আহলুস সুন্নাহ তখন প্রচণ্ড খুশি হয়েছিল এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিল।[৭৬]

যখন বাজারে অবস্থানকালে বিশর ইবনে আল-হারিসের কাছে পথভ্রষ্ট মুরাইসির মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বলে উঠলেন, যদি এটি ভালো জায়গা হত তাহলে শুকরিয়ার সাজদা দিতাম। ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন।[৭৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)–কে ইবনে আবী দুয়াদের মৃত্যুর পর জিজ্ঞেস করা হল, যদি কোনো ব্যক্তি ইবনে আবী দুয়াদের মৃত্যুতে খুশি হয় তাহলে কি তার পাপ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, এতে কে খুশি হবে না?[৭৮]

সালামাহ ইবনে শাবীব বলেন, আমি আব্দুর রাযযাক সান'আনীর নিকটে ছিলাম। এমন সময় আব্দুল মাজীদের মৃত্যুর সংবাদ এলে তিনি বললেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর উম্মাতকে আব্দুল মাজীদ থেকে স্বস্তি দিয়েছেন।[৭৯]

আব্দুল মাজীদ হল আব্দুল আযীয বিন আবূ রাওয়াদের পুত্র। সে মুর্জিয়া নেতা ছিল।

যখন আব্দুর রহমান বিন মাহদীর কাছে ওহাব আল-কুরাশীর মৃত্যু সংবাদ আসল তখন তিনি বললেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি মুসলিমদেরকে স্বস্তি দিয়েছেন।[৮০]

ভ্রষ্টতা, বিদ'আত ও শিরকের দিকে আহ্বায়ক আলেমের মৃত্যুতে সালাফে সালেহীনের অবস্থান এমনই ছিল। কিন্তু কিছু মানুষ এ অবস্থানের বিরোধিতা করেন। তারা একটি দলীল পেশ করেন। তা হল মাদারিজুস সালিকীনে (২/৩৪৫) হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার উস্তাদ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা আমি ইবনু তাইমিয়াহকে তার চিরশত্রু, সবচেয়ে বেশি কষ্টদাতার মৃত্যুর সুসংবাদ দিলাম, তখন তিনি আমাকে ধমক দিলেন, প্রতিবাদ করলেন এবং ইন্না লিল্লাহ পাঠ করলেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে সে বুঝতে পারবে যে, এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

শাইখুল ইসলামের উদারতা হল তিনি নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। এজন্যই তার ছাত্র তার বিরুদ্ধবাদীর মৃত্যুর সুখবর নিয়ে আসলে তাকে ধমক দেন ও তার প্রতিবাদ করেন। ছাত্র বিরোধিতা করার ফলে সুসংবাদ প্রকাশ করেছিল, বিদ'আতী ও গুমরাহ হওয়ার কারণে সুসংবাদ প্রকাশ করেনি।

পরিতাপের বিষয় হল, ভ্রষ্টদের কেউ মারা গেলে অনেকেই শোক প্রকাশ করে, কাঁদে। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করে আল্লাহ যেন এ ধরনের ব্যক্তির অভাব পূরণ করেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করবেন না। যখন তারা জেনে'শুনে ভ্রষ্টতার দিকে দাওয়াত দেয় তখন এ ধরনের ব্যক্তির দ্বীনের ব্যাপারে শঙ্কা করা যায়। কেননা যে মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে সে যদি জানতে পারে অমুক ব্যক্তির বেঁচে থাকায় ইসলাম ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহলে সে তার মৃত্যুতে খুশি হবে। মূলত তার মৃত্যুতে দ্বীন ধ্বংসের মূলে কুঠারাঘাত হানবে, বাতিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সকল পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তাই আমাদের খুশি হওয়া উচিৎ।

পরিশেষে, আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আমরা যেন ভ্রষ্ট আলেমের মৃত্যুতে আমাদেরকে খুশি করেন, সত্যকে সত্য হিসেবে ও মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে দেখান, সত্যকে অনুসরণ করার ও মিথ্যাকে পরিত্যাগ করার তাওফীক দেন। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখেন। আমীন।

---

[৭৫] *সহীহ বুখারী হা : ৬৫১২, সহীহ মুসলিম হা : ৯৫০*
[৭৬] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/৩৩৮*
[৭৭] *তারিখে বাগদাদ: ৭/৬৬, লিসানুল মিজান: ২/৩০৮*
[৭৮] *আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল: ৬/১২১*
[৭৯] *সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৪৩৫*
[৮০] *লিসানুল মিযান লি ইবনি হাজার: ৮/৪০২*

থিংকিং ডিসকোর্স

মাযহারুল ইসলাম *

১. শিক্ষা সংলাপ

সুধীজন মাত্রই জানেন! মুসলিম ভারতে ১১৯২ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পযন্ত দীর্ঘ শাসনামলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লি বা আগ্রা কিংবা ভারতের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ মুসলমানরা দীর্ঘদিন এখানে শাসন করে। কত কিছুই না তারা নির্মাণ করে বিশ্ববাসীকে অবাক করল তা ঐ তাজমহল, দিল্লির শাহী মসজিদই সাক্ষী। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে..... (?)! উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আঃ মালিকের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫) সেনাপতি ইমাদদ্দিন ইবনে কাসেম সাকাফী (৭১২-৭১৩ খৃ) সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে সিন্ধু ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসনাধীন করেন। এরপর গযনীর সুলতান সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৭খৃ) এবং তার পুত্র সুলতান আবুল কাসেম মাহমুদ (৯৯৮-১০০৩) পূর্বদিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত গযনীর ইসলামি রাজ্যকে বিস্তৃত করেন। এরপর ধীরে ধীরে ভারত অধিকার করেন। উল্লেখ্য যে, ভারতে দিল্লী কেন্দ্রীক প্রথম স্বাধীন ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১০) আর ১২০২ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। ইতিহাসের পাঠকগণ ভাল করে জানেন যে, ভারতবর্ষে সর্বশেষ শাসক ছিলেন মোঘল বংশের সম্রাটগণ। ইতিহাস জুড়ে সকলে মুসলমান হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই কোনো তাদের তেমন উল্লেখ যোগ্য অবদান। কতই না ভালো হত যদি তারা তাজমহল নির্মাণের টাকা কোনো কলেজ, ভার্সিটি নির্মাণে ব্যয় করতো। তবে বলে নেয়া ভাল, শিক্ষার সবচেয়ে বেশি উন্নতি সাধন হয় আওরঙ্গজেবের আমলে। তিনি শিক্ষকের মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করে দেন। ভারতে মুসলমানরা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত শাসন চালায়। অতঃপর ইংরেজরা প্রায় ১৯০ বছর। তাদের শাসনামলে তারা ইসলাম ও মুসলিমের বুকে ছুরি চালায় ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বৈরাচারী শাসকেরা মুসলমানদের জাতিসত্ত্বা ও পরিচয়কে ধ্বংস করতে আঘাত হানে শিক্ষা ব্যবস্থায়। অতঃপর তারা তাদের মিশন চালায় সহজভাবে। এজন্য আজকের এ শিক্ষার সবচেয়ে দুর্বল দিক হল লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা। যা বহু আগে প্রখ্যাত পন্ডিত m.v.c jaffreys বলেছেন।

সেই মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য বিজড়িত ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্বংসের ছুরি চালিয়েছে আজ অবধি ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন কোনো আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধন লক্ষ্যণীয় হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে ছোট সংকীর্ণ রাস্তার বদলে সুঠান প্রশস্ত রাস্তার, পরিবর্তন এসেছে মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মেজাজের।

অথচ জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার 'শিক্ষার' কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ইতিহাস বলছে, স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। পরে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় মাওলানা আকরাম খাঁ। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সাক্ষী! পাকিস্তান আমলে এটাই ছিল প্রথম শিক্ষা কমিশন। অথচ সেই ইতিহাস বিজড়িত স্পর্শ আমাদের কথিত বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতদের স্পর্শ করেনি! দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্যর কোনো কথা তো দূরের কথা এর নাম গন্ধেরও ছিটেফোঁটা না রাখার অপচেষ্টায় জেঁকে বসেছে আজকের তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবী ও সেক্যুল্যারের মোড়লরা। মুসলিমদের জীবন্ত জ্বলন্ত সত্য ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির বদলে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দেবী, মূর্তি আর অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেয়ার মতো নানা ছবি ও অর্ধনগ্ন মেয়ের দেহ অবয়ব। জাতি কে সুকৌশলে মুসলমান ও মুসলমানিত্ব থেকে সরিয়ে ছবি-মূর্তির স্রোতে ভাসিয়ে নেয়ার এক হীন নোংরা প্রচেষ্টার পাঁয়তারা চালানোর এক ধাপ এগিয়ে চলছে ধর্মবিদ্বেষী ও সেক্যুল্যার শিক্ষানীতি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষাবিদদের কী ভূমিকা ও অবস্থান তা আমাদের

* অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

কাছে স্পষ্ট দিবালোকের মতো। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ধস মানে এ জাতির জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি, নৈতিক, মানসিক ইত্যাদি সর্বদিক থেকে জাতিকে মেরুদণ্ডহীন, বিকলাঙ্গ জাতিতে পরিণত করার ধস ও এক গভীর ষড়যন্ত্র। থিংকিং ডিসকোর্স (Thinking Discourse) বরাবরই জট বেঁধেছে আমাদের জাতির বিবেক সমতুল্য বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের। নচেৎ এমন অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তবুও জাতিসত্ত্বা ও মনুষ্যবোধ জাগ্রত হয় না কেন?

২. চলমান রাজনীতি :

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চলমান রাজনীতির হালচাল নিদারুণ সঙ্কটজনক ও সময়ের চাহিদায় অভাবনীয় বেগতিক মোড়ে অবস্থান নিচ্ছে। প্রায় সকল সেক্টরে দুর্নীতি আর জুলুমের শিকার হতে হচ্ছে। অবস্থার আশু পরিবর্তন যেন কামনা করাই দুরূহ ব্যাপার। রাজনীতির নীতি যেন আজ রাজনীতির মোটা কভারে শৌখিন আলমারিতেই তালাবদ্ধ। রাজনীতি বলে- Government is the people by the people for the people. অথচ চলমান রাজনীতির নাজুক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তারা মনে হয় এই নীতি শরবত করে গিলে খেয়ে টয়লেটে বাকি কাজ সেরে নাকে তেল দিয়ে ঢেকুর তুলছে! গণতন্ত্রের মূল শক্তি নাকি 'জনগণ' people। অথচ সেই জনশক্তির মত ও পথকে পাঁচ পয়সা পাত্তা না দিয়ে ইচ্ছেমত ফুটবলের মত লাথি মারছে। চলমান রাজনীতির অবস্থা বলে দিচ্ছে নিকট ভবিষ্যত চলমান রাজনীতি আরো অকল্পনীয় বেগতিক হবে। চারদিকে দুর্নীতি আর জালিমের জুলুমের শিকার অসহায় জনতা। এমপি, মন্ত্রীরা নিজেদের উদরপূর্তি করার জন্য কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে ব্যাংকের পেট ভরে আর পাশের বাড়ির লোকের তৈল, মরিচ কেনার টাকার অভাবে পান্তা ভাত খেয়ে কোনো মতে দিন কাটে। এটাই চলমান রাজনীতি! কারেন্ট নাই বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর এমপি-মন্ত্রী এসিতে বসে বিনোদন করে, স্ফূর্তি করে। মানে তাদের জন্য সব, আর দেশের সাধারণ মানুষের জন্য বেআইনি সব। দেশের মানুষ দেখছে, শিখছে, শুনছে। সময় বলবে কী হবে। দেশের বারোটা বাজিয়ে পালানোর মত ফুরসত দিবে না এ দেশের দেশপ্রেমিক জনগণ। জনগণের জন্য রাজনীতি অথচ রাজনীতি জনগণের মত, পথকে মূল্যায়ন করছে না তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা মাথা মোটা মোড়লদের। যারা জনতাকে রঙিন স্বপ্ন দেখায় পরে ফাঁকি দিয়ে উড়াল দেয়। বাংলার জনগণ দেখেছে শ্রীলঙ্কাকে। তাদের পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। দিনে দিনে তাদের জনগণের করুণ পরিণতি। তাদের শোচনীয় নিদারুণ সঙ্কটময় মূহূর্ত দেখেও যদি মাথা মোটা মোড়লদের শিক্ষা না হয় তাহলে কী আর বলার! (?)। শ্রীলঙ্কার সেই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের মোড়লরা দাঁত খিলখিল করে হাসছিল আর বলেছিল আমাদের দেশ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে, আমাদের অমুক আছে তমুক আছে, আমরা স্বনির্ভরশীল দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ ইত্যাদি। ভাবখানা এমন যেন অভাব বলতে আমাদের জনগণ জানেই না। অথচ দিন খানিক পরেই চাকার মোড় ঘুরে আসল অতর্কিত বিপদে। এই জিনিসের দাম বাড়াও, ঐ জিনিসের দাম বাড়াও। এভাবে রাতারাতি পণ্য দ্রব্যের দাম বেগতিক বাড়ছে। সব দোষ নন্দ ঘোষ। জনগণের মাথার ওপর কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার অভ্যাস এই দুষ্টু ভেজা মোড়লদের মাথা থেকে কবে যে যাবে আল্লাহই ভালো জানেন। সমস্যা হলে সমাধান আছে। তাই বলে দিন রাত পণ্যের দাম বাড়িয়ে একটা বিহিত হবে এমন কল্পনা করা মোটেও ঠিক নয়। এর সমাধানের মধ্যে একটা এভাবে করলেও তো হয়- সব এমপি, মন্ত্রী, শিল্পপতিদের একাউন্ট, ব্যাংক থেকে ফিক্সড একটা এমাউন্ট বের করে বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, সমস্যার গোড়ায় আঘাত করা। অথচ করছে কী জনগণের সাথে! যদি পুঁজিবাদী সমাজের এলিট শ্রেণী যাকাত দিত কিংবা শতকরা আড়াই টাকা দানও করত তবুও এমন হত না। কে কার কথা শোনে? ইসলামের নীতিই সমাজ ব্যবস্থা ও জাতীয় উন্নতির জন্য যথেষ্ট। কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না, বাড়বে না নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। রাসূল ﷺ বলেছেন,

خمس بخمس ١) ما نقص قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ٢)وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا

فيهم الفقر ٣)وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت(أو إلا ظهر فيهم الطاعون) ٤) ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات و اخذوا بالسنين ٥) ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر.

পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণ হয়ে থাকে - ১) কোন জাতি চুক্তিভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের ওপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। ২) কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরের বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। ৩) কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে (বিভিন্ন নাম না জানা রোগের আবির্ভাব হবে) ৪) কেউ মাপে ওজনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে এবং ৫) কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের ওপর আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৮১]

আমাদের রাজনীতি হল পণ্যদ্রব্য আর জনগণ নিয়ে। কেউ কারো উপকার আর স্বার্থ নিয়ে ভাবি না। নোংরা রাজনীতির হাতিয়ার জনগণ এটা সত্য হলেও মাঠে কিন্তু দিনশেষে জনতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত ও অভাবের তাড়নায় দিনাতিপাত করতে হয়।

রাজনীতির এপিঠ-ওপিঠ একই। ভালো বলার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত অনুসরণ করা হবে না ততদিন পর্যন্ত আমাদের এমন নাজেহাল অবস্থা দেখতে হবে। আল্লাহর দেয়া আসমানও আমাদের ওপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে ফুলে ফলে ফসল ভরিয়ে দিবে না আর তারই দেয়া জমিনও আমাদের রহমতের সোনালী ফসল উৎপাদন করবে না।

আমরা চাই সকলের অধিকার, চাই স্থিতিশীল পরিবেশ ও আমাদের সমাজব্যবস্থা। আমরা চাই না জনগণকে নিয়ে রাজনীতি আর রেষারেষির কাদা ছোঁড়াছুড়ি। আমরা চাই দিনশেষে আল্লাহর রিজিক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ভক্ষণ করে বাঁচার মত বাঁচা।

[৮১] *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা : ৭৬৫*

৩. পাপ ও পাপের শাস্তি ও বর্জনের মূলনীতি :

আমরা পাপ করি, কেউ পাপের ঊর্ধ্বে নয়। জেনে না জেনে, না বুঝে পাপ হয়ে যায়। অথচ পাপমুক্ত জীবন সকলের জন্য কাম্য। আমরা অনেকেই পাপ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করি মুক্ত থাকতে কিংবা পাপের পথে না চলতে। অনেক সময় অনেক কিছু পদক্ষেপ নেই, কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আমরা আবার পুরনো বা আগের পাপে জড়িয়ে যাই। ফলে অনেকেই হতাশাগ্রস্থ হয়, ইবাদত করে মজা পায় না। এমনকি পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে এক সময় ইবাদত পরিত্যাগ করে পাপের মধ্যেই ডুবে থাকে। অনেকে নিরাশ হয় যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। যেহেতু সে অনেক পাপ করেছে, এমন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আমরা অনেকেই পাপ বর্জন করে পাপমুক্ত জীবন গড়তে ব্যর্থ হই। আবার অনেক সময় কিছু পদক্ষেপ নিলেও তা ধরে রাখতে পারি না। তাই আমাদের জানা উচিত পাপ বর্জনের মূলনীতি - কিভাবে আমরা পাপমুক্ত জীবন গড়তে পারি? কিভাবে পাপের পথকে রুদ্ধ করা যায়? কিভাবে সুন্দর জীবন সাজানো যায়? এমন বিবিধ বিষয়ে সামান্য কয়েকটি (نقاط) পয়েন্ট তুলে ধরবো-

১. আল্লাহকে ভয় করে পাপ বর্জন করতে হবে -

আল্লাহকে ভয় করতে হবে সর্বদা। তাঁকে ভয় করে পাপ ও পাপের পথকে বর্জন করে চলা। মনে রাখতে হবে -আমি আল্লাহকে দেখছি। যদি এটা মনে করতে না পারেন তাহলে এটা মনে করতে হবে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। যদি এমন কনসেপ্ট (Concept) ধারণ করতে পারেন তাহলেই আপনি পাপমুক্ত জীবন গড়তে পারবেন।

২. পাপকে সব সময় বড় মনে করবেন, কোনো পাপকে ছোট তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না -

আমরা অনেকেই অনেক সময় পাপকে ছোট তুচ্ছ জ্ঞান করি। যার ফলে ঐ পাপ বর্জন না করে পাপের পাঠশালায় নিয়মিত শরীক হই। দিন দিন ঐ ছোট্ট পাপেই কিন্তু বড় বড় পাপের দিকে ঝুঁকে নিয়ে যায়। তাই পাপ বলতে ছোট, বড় বাছবিচার না করে

পারতপক্ষে পাপ বর্জন করে চলাই আমাদের জন্য সুন্দর সুখকর জীবন যাপন সম্ভব করবে।

৩. পাপীদের সাথে ওঠাবসা না করা, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা -

আমাদের পাপ বর্জন করতে না পারার আরেকটি কারণ হল- পাপীদের তথা যারা পাপে অভ্যস্ত তাদেরকে বর্জন না করে তাদের সাথে ওঠাবসা, খোশগল্প, আড্ডাবাজি, লেনদেন, মজা তামাশা করে তাদের সাথে চলাফেরা করা।

৪. পাপ করে পাপ প্রকাশ না করা - বর্তমান সময়ে পাপ করে অনেক মানুষ গর্ব করে প্রকাশ করে। পাপকে গোপন রাখতে হয় এটা জানলেও হয়তো প্রকাশ করাটা যেন অহঙ্কার, গর্বের মনে করে বুক ফুলিয়ে নিজেকে জাহির করে। ইয়াং জেনারেশন মেয়ের সাথে প্রেম করে এটাও বন্ধু মহলে বলে, অভিভাবকও ইদানিং জোরেশোরে দশজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলে- আমার মেয়ের যে ছেলের সাথে রিলেশন করে সে অনেক ভালো। মেয়ে আমার এক নাম্বার, মেয়ে আমার অনেক ভালো নাচ জানে এ জাতীয় আরো কত পাপ প্রকাশ করা হয় তা পাঠক মাত্রই জানে।

এমন কতজন আছে, পাপ করে পাপকে উস্কে দেয়। পাপের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। পাপ বর্জনের অন্যতম মূলনীতি হল- পাপ প্রকাশ না করা।

হাদিসে কঠোরভাবে ধমক ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে পাপ প্রকাশ করে তার ব্যাপারে।

৫. পাপ করার পর সওয়াবের কাজ করা-

পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সওয়াবের কাজ করলেই এ পাপ মাফ হয়ে যায়।

নবীর যুগে - একজন সাহাবী এক মহিলাকে স্পর্শ করে এবং সহবাস ছাড়া সব কাজ করে। ঐ সাহাবী পরে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবীর কাছে এসে বলে তার শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে নিজের ভুলের কথা। ওমর(রা) শুনে বলেন - আল্লাহ তোমার পাপ গোপন রেখেছে, যদি তুমি তা গোপন রাখতে! নবী ﷺ বলেন - সূরা হূদের ১১৪ নং আয়াত পাঠ করে বলেন - তুমি সালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশ। নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে'।

লোকদের মধ্যে একজন বলল এটা কি শুধু তার বেলায় প্রযোজ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না বরং সকলের জন্য।[৮২]

৬. পাপের কারণে তিরস্কার না করা-

এর কারণে তিরস্কার না করে সংশোধনের জন্য নসিহত করা জরুরি। পরিশেষে পাপ বর্জন করে তওবা করতে পারে। এজন্য সে পাপ করেছে তাই বলে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা তার সমালোচনা করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তিরস্কার করা, অভিযুক্ত করা, কি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না বলা মোটেও সমাচীন নয়।

রাসূল ﷺ বলেন- এক লোক বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ বলেন্, কে আমার উপরে কসম দিতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল বরবাদ করে দিলাম।[৮৩]

৭. পাপ করার পর নিরাশ না হয়ে খালেস অন্তরে তওবা করা-

আমাদের অনেকেই পাপ করার পর নিরাশ, হতাশাগ্রস্ত হয়। বরং মুমিনদের জন্য নিরাশ, হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। আল্লাহ বলেন :

বল হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৮৪]

আপনারা জানেন যে, পূর্বের যুগে একজন ব্যক্তি ৯৯ জন হত্যা করে, সেও কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাঁকে নিরাশ করেনি তার রহমত থেকে।

---

[৮২] *সহীহ মুসলিম হা : ২৭৬৩*
[৮৩] *সহীহা- হা : ২০১৪*
[৮৪] *সূরা আয-যুমার আয়াত : ৫৩*

তাই নিরাশা, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, রাহীম, রাহমান।

রিজিক ও ডিপ্রেশন :

আমাদের সমাজের অনেকেই রিজিকের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। রিজিক, রিজিক করে ছুটে চলা জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে অর্থ জোগান দেয়। রিজিকের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা শয়তানের প্রধান উন্মুক্ত হাতিয়ার। শয়তান মানুষকে 'রিজিকের 'ভয় দেখিয়ে পেরেশানিতে ফেলে। পৃথিবীর যত অন্যায় কাজ আছে তা করাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ ।[৮৫]

রিজিক নিয়ে যে যত দুশ্চিন্তায় ভুগবে তার সুখ, শান্তি ও জীবন চলার পথ তত বেশি সঙ্কুচিত হবে। এজন্য এর একটাই মহৌষধ আর তা হলো - তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ ভরসা। রাসূল ﷺ কতই না চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন - যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথার্থ ভরসা করতে তাহলে পাখি যেমন সকালে খালি পেটে বের হয়ে সন্ধ্যায় তার নীড়ে ফিরে পেট ভর্তি করে, ঠিক তেমনি তোমরাও রিজিকপ্রাপ্ত হতে।[৮৬] মহান আল্লাহ বলেন - যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই ; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ।[৮৭] রাসূল ﷺ হাদিসে বলেছেন - আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই তার তাকদীরের বিষয়াদি লিখে রেখেছেন তবুও আমরা আমাদের রিজিকের ব্যাপারে হতাশাগ্রস্থ, পেরেশান হই। অথচ আল্লাহ স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছেন রিজিকের তবুও আমরা আমাদের জীবিকা নির্বাহ নিয়ে প্রফুল্ল নই!! এজন্য সালাফগণ বলেছেন-

لا تتفكر في ثلاثه اشياء لا تتفكر في الفقر فيكثر همك وغمك و يزيد في حرصك ولا تتفكر فى ظلم من ظلمك فيغلظ قلبك و يكثر حقدك و يدوم غيظك و لا تتفكر في طول البقاء فى الدنيا فتحب الجمع و تضيع العمر و تسوف فى العمل.

তিনটি বিষয়ে কখনো চিন্তা ভাবনা করো না -

১) অভাব অনটন নিয়ে কখনো বেশি পেরেশান হবে না তাহলে এতে তোমার পেরেশানি, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা আরো বেশি বেড়ে যাবে এবং লোভ- লালসা বৃদ্ধি পাবে।

২) কে তোমার প্রতি অন্যায়, জুলুম করল তা নিয়ে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করবে না। তাহলে তোমার অন্তর কঠোর হয়ে যাবে, হিংসা-বিদ্বেষ আরো বেশি বাড়বে এবং রাগ, ক্ষোভ অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

৩) দুনিয়াতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে না, তাহলে সম্পদ যোগানের প্রতি তুমি আগ্রহী হয়ে উঠবে, জীবনের সময়গুলো অপচয় করবে এবং সৎ আমল করতে আলসেমি করতে থাকবে।[৮৮]

রিজিকের ব্যাপারে হতাশা তথা ড্রিপ্রেশন বরাবরই মানব মনে উদ্গাত হয়, শয়তানের প্ররোচনায়। রিজিকের মালিক আমিই আপনি না। যিনি খালিক তিনিই রাজ্জাক (রিজিকদাতা)। ভাগ্যে যতটুকু রিজিক বরাদ্দ আছে তা ভোগ না করা পর্যন্ত আপনি কিংবা আমি কেউ দুনিয়া ত্যাগ করবো না। মনে রাখবেন - যেই আল্লাহ মারইয়াম আলাইহাস সালাম-কে বিনা মৌসুমে ফলমূল খাওয়াতে পারেন, যেই আল্লাহ সাত সমুদ্রের নিচের প্রাণীর খাদ্যের সরবরাহ ও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন, যেই আল্লাহ কাফের, অমুসলিম, নাস্তিক, ইসলাম বিদ্বেষীর খাদ্যের দায়িত্বও নিয়েছেন সেই আল্লাহ আমাকে আপনাকে কি রিজিক ছাড়াই মারবেন? (!)

[৮৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৬৮*
[৮৬] *তিরমিযী হা : ২৩৪৪*
[৮৭] *সূরা আত-তালাক আয়াত : ২-৩*
[৮৮] *সামারকান্দী, তাম্বিহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা -৫৭২*

বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন। রিজিকের ব্যাপারে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। তাহলে জীবনের সকল সমস্যা সমাধান হবে চিন্তাতীতভাবে ইনশা আল্লাহ।

আজকের এই চলমান মুহূর্তে অনেকেই বলছে আগামী ২০২৩ সাল হবে ইতিহাসের রোকর্ডময় দরিদ্রতার, অভাব, অনটনের বছর। তাই অনেকেই অনেকভাবে আগামী বছরের দুর্ভিক্ষের চিন্তায় টাকা-পয়সা, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি সব কিছুতেই লক্ষ্য দিচ্ছে এই আশঙ্কায় যে, তাকে যেন অভাব পেয়ে না বসে।

সবাই নিজের গুদাম ভর্তি করতে ব্যস্ত। অনেকের মুখে শোনা- 'সামনের বছর না খেয়ে মরতে হবে'। আল্লাহর উপর ভরসা যখন কমে যাবে তখন মানুষ অবচেতন মনে কী কথা বলছে তা বেমালুম ভুলে যাবে। শয়তানও তখন তাঁকে নিয়ে খেল-তামাশা করতে আনন্দ বোধ করবে।

এজন্য যত কথাই আসুক না কেন সফলতা, রিজিক, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি আর যাই হোক না কেন সবকিছু থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ ও পন্থা হলো - তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ ভরসা।

থিংকিং ডিসকোর্স-এ আমাদের অবস্থান দুই প্রান্তিকতায়। আমাদের অবস্থান আমরা স্পষ্ট করি না। চিন্তার দৈন্য, সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার ভাটা আর দায় ও দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়া জাতিতে পরিণত হয়েছি। তাই চিন্তার জগৎকে পরিশীলিত করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও সুদূরপ্রসারী।

থিংকিং ডিসকোর্স-এ ফারাক কমাতে হবে, নচেৎ শিক্ষা, রাজনীতি, আত্মীক উন্নতি, ও পাপের পথ বন্ধ হবে না।

থিংকিং ডিসকোর্স- এ আমরা যদি আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মসমালোচনার পাওয়ারকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা সেরা জাতিতে পরিণত হব বলে মনে করি।

এবং আমাদের যাবতীয় সমস্যাও অনায়াসে সমাধান হবে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। ❑❑

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা :

ফাতাওয়া বিভাগ

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।

ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৭৮৮৪০২৯৮৮
০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট

http://www.jamiyat.org.bd/

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ প্রশ্ন (১) : অনেক আলেমকে সাধারণতঃ পাগড়ী পরিধান করতে দেখি। এক শ্রেণীর আলেম ইমামতির সময় পাগড়ীকে অপরিহার্যের পর্যায় বলে মনে করেন। কিন্তু সউদী শাইখ-মাশায়েখকে অনুরূপ দেখি না। বিষয়টি অনুগ্রহপূর্বক একটু ব্যাখ্যা করবেন?

আব্দুর রহীম, কানাইঘাট, সিলেট।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নটি মূল্যবান। কিন্তু প্রশ্নটি সউদী শায়খ-মাশায়েখকে করলেই বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো। তবে তাদের ব্যাপারে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার আলোকে বলতে চাই যে, মূলত সউদী এবং অন্য যোগ্যতম আলেমগণ পাগড়ী পরিধান করাকে নবী ﷺ-এর সুন্নত মানতে নারাজ।

কেননা নবী ﷺ থেকে পাগড়ী পরিধানের নির্দেশসূচক বা উৎসাহমূলক কোনো একটি বাক্যও বর্ণিত হয়নি। তবে নবী ﷺ পাগড়ী পরিধান করতেন মর্মে অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।[১] যেমন উমাইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে তাঁর পাগড়ী এবং উভয় মোজার ওপর মাসাহ করতে দেখেছি।[২]

যেমন বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ লুঙ্গি পরিধান করতেন। কিন্তু লুঙ্গি পরিধান করাকে কেউ সুন্নাত বলেননি। কেননা এগুলো তাঁর অভ্যাসগত বিষয় ছিল। তবে কেউ যদি এমন মনে করে পাগড়ী, লুঙ্গি বা চাদর পরিধান করে যে, নবী ﷺ এগুলো পরিধান করতেন তবে তা কল্যাণকর বটে।

এ জন্যই 'আল্লামাহ্ শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মুকবিল আল-ওয়াদী প্রমুখ প্রসিদ্ধ আলেম বলেন যে, পাগড়ী পরিধান নিছক এটা প্রথা। এ জন্যই 'আল্লামাহ্ শাইখ উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, পাগড়ী পরিধান সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ও নয় এবং সাধারণ সুন্নতও নয় কেননা এ সংক্রান্ত নির্দেশসূচক একটি অক্ষরও বর্ণিত হয়নি। পাগড়ী পরিধান নবী ﷺ-এর নিছক একটি আদত বা অভ্যাস ছিল। ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব।

☞ প্রশ্ন (২) ঃ মসজিদে জামা'আত বড় হলে কি সাওয়াবও বেশি হয়, না সকল মসজিদে একই ধরনের সওয়াব হয়ে থাকে? বিষয়টি হাদীসের আলোকে জানাবেন?

ইয়াসীন শিকদার, শারশা, যশোর

উত্তর ঃ মসজিদে জামা'আত যত বড় হবে সে অনুপাতে সওয়াবও ততো বেশি হবে। নবী ﷺ ইরশাদ করেন : একাকী সালাত হতে দু'জন ব্যক্তির জামা'আতে সালাতের সওয়াব বেশি। আর কোনো ব্যক্তির অপর দু'জনের সাথে মিলে জামা'আতে সালাত আদায় করতে তার সওয়াব অপর একজনের সাথে পড়ার চেয়ে বেশি। মুসল্লীদের সংখ্যা যত বেশি হবে সেটা আল্লাহর নিকট ততো অধিক প্রিয় হবে।[৩]

তবে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহর অনুসারীগণের জামা'আত যদি দুর্বল ও ভেজালযুক্ত আকীদাসম্পন্ন মুসল্লীদের জামা'আতের চেয়ে ক্ষুদ্রও হয় তথাপি সেটিই উত্তম হবে। কেননা বড় জামা'আত বলতে নির্ভেজাল আকীদাপন্থীগণের জামা'আত উদ্দেশ্য।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন : কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতে যদি এমন চল্লিশজন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে যারা আল্লাহর সাথে সামান্যতমও শিরক করে না তাহলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।[৪]

---

[১] *সহীহ মুসলিম*

[২] *সহীহ বুখারী হা: ২০৫*

[৩] *আবূ দাউদ হা : ৫৫৪, নাসাঈ হা : ৮৪৩, শাইখ আলবানী (রাহি.) হাদীসটিকে সহীহ আবূ দাউদে হাসান তথা উত্তম বলেছেন। তাবারানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে দু'জনের জামা'আতের সাথে সালাত আটজনের চেয়ে উত্তম আর চারজনের জামাআত সহকারে সালাত একাকী একশ'জনের চেয়েও উত্তম। শায়খ আলবানী (রাহি.) সহীহ আত্ তারগীবের ৪১২ নং হাদীসে এটিকে হাসান তথা উত্তম বলেছেন*

[৪] *সহীহ মুসলিম হা : ১৫৭৭*

সুতরাং বেদ'আতীদের বড় জামা'আতে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আশা করা যায় না, বরং এ কারণে আল্লাহর কাছে অপ্রিয় হওয়ারই আশঙ্কা বেশি। ওয়াল্লাহু তা'আলা আ'লাম।

প্রশ্ন (৩) ঃ কখন ইন্ শা আল্লাহ বলতে হবে? আর কখন বলতে হয় না? বিষয়টি স্পষ্ট করলে কৃতজ্ঞ হবো।

মামুন শেখ, উত্তরা, ঢাকা

উত্তর ঃ ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন শা আল্লাহ বলা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান।[৫]

অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন শা আল্লাহ বলার দরকার নেই। যেমন কোনো লোক যদি বলে গত সোমবার ঈদের মাস এসেছে ইন শা আল্লাহ। এখানে ইন শা আল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ তা অতীত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইন শা আল্লাহ আমি কাপড় পরিধান করেছি। এখানেও ইন শা আল্লাহ বলার দরকার নেই। কারণ কাপড় পরিধান করা শেষ হয়ে গেছে। সালাত আদায় করার পর ইন শা আল্লাহ সালাত পড়েছি বলার দরকার নেই। কিন্তু যদি বলে ইন শা আল্লাহ মাকবূল সালাত পড়েছি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সালাত কবূল হলো কি না তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন (৪) ঃ আমরা শুধু নামায, রোজা করলে কি মুমিন হতে পারব? মুমিন হতে গেলে কী কী গুণ থাকতে হবে?

ফাইমুল ইসলাম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

উত্তর ঃ যাদের ওপর যাকাত ও হজ্জ ফরয হয়নি তারা যদি ঈমানের রূকনগুলোর ওপর পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করার পর সালাত আদায় করে ও রামাযান মাসের রোযা রাখে, ইসলামের অন্যান্য আদেশ পালন করে এবং সমস্ত হারাম কাজ থেকে দূরে থাকে তারা মুমিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব সবই পালন করা উচিত।

প্রশ্ন (৫) ঃ যে কোনো নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট পাপ হতে তাওবাহ করলে তা বিশুদ্ধ হবে কি? অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন?

আকরাম হোসেন, বাশাইল, টাঙ্গাইল

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যে কোনো নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট পাপ হতে তাওবাহ করলে তা বিশুদ্ধ হবে। তবে তার যে অন্যান্য পাপ রয়েছে তা তার স্ব অবস্থায় বাকী থেকে যাবে এবং তা মাফ করানোর জন্য অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে।[৬]

প্রশ্ন (৬) ঃ সুতি মোযার ওপর মাসাহ করা যাবে কী? মাসাহ করতে হলে চামড়ার মোযা কি আবশ্যক?

মো: লোকমান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

উত্তর ঃ সুতি মোযা এবং চামড়ার মোযা উভয়ের ওপর মাসাহ করা বৈধ।

মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ.

রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ করলেন এবং সুতি মোযা ও জুতার ওপর মাসাহ করলেন।[৭]

তদ্রূপ চামড়ার মোযার ওপরও নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসাহ করেছে।

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেশাব করার পর ওযূ করলেন এবং চামড়ার মোযার ওপর মাসাহ করলেন।[৮]

উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত হলো চামড়ার মোযা এবং অর্থ হলো সুতি মোযা। এ উভয় মোযার ওপর মাসহ করার অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমীন বলেন :

[৫] *সূরা আল কাহ্ফ আয়াত : ২৩-২৪*

[৬] *রিযাযুল সলিহীন।*

[৭] *সুনান আবূ দাউদ হা : ১৫৯*

[৮] *সহীহ মুসলিম হা : ২৭২*

يشتوى فِيْها الخفُّ والجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.

মাসাহর বেলায় চামড়ার মোযা, সূতি মোযা, ছিঁড়া মোযা, ছিঁড়াবিহীন মোযা, পাতলা মোযা ও মোটা মোযা সবই সমান।[৯]

☞ প্রশ্ন (৭) ঃ আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে দেখা যায় বিবাহের পরে স্বামীর নামের একাংশ তার নামের সাথে যুক্ত করে দেয়। এটি কতটুকু সঠিক?

সাইফুল ইসলাম, লখড়া, হরিপুর

উত্তর ঃ পিতার নাম ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে যুক্ত করে ডাকো, এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত।[১০]

স্বামীর নামের সাথে যুক্ত করে স্ত্রীদের নামকরণ করা বিধর্মীদের সাদৃশ্য কর্ম।

☞ প্রশ্ন (৮) ঃ বর এবং কনের বাসরঘর ফুল বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা সাজানো জায়েয আছে কি? আর এ ঘর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কে সাজাতে পারবে।

আজিজুর রহমান, রানীশংকেল, ঠাকুরগাঁও

উত্তর ঃ বিবাহ ইসলামী শরীয়তে আনন্দ ও উৎসবের বিষয় হেতু বর কনের বাসরঘর মার্জিতভাবে মুসলিম কালচার অনুযায়ী সাজাতে কোনো বাধা নেই। তবে অবশ্যই অপব্যয় ও অমুসলিমদের কালচার বর্জনীয়। বিশেষ করে নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা এবং বর কণের প্রদর্শনী করা সম্পূর্ণ হারাম। এ আনন্দ উৎসবে অবশ্যই ইসলামী সীমারেখা মেনে চলতে হবে।

☞ প্রশ্ন (৯) ঃ জামা'আত ব্যতীত একাকী বাসায় ফরয সালাতের পূর্বে ইকামত দিতে হবে কি? অনেককে দেখি তারা ইকামত দেন না।

ফায়েজ, তারাগঞ্জ, রংপুর

উত্তর ঃ সর্বাবস্থায় ফরয সালাতের পূর্বে ইকামত দেয়া সুন্নাত। জামা'আতে বা একাকী সর্বাবস্থায় ইকামত দিতে হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের রব যখন পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরে কোনো বকরীর রাখালকে দেখে যে, সে আযান-ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করছে তখন আশ্চর্য হন এবং বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে দেখ যে, সে আমার ভয়ে আযান-ইকামত দিয়েছে এবং সালাত আদায় করছে। কাজেই আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতবাসী করলাম'।[১১] এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, একাকী সালাতের জন্য আযান-ইকামত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

☞ প্রশ্ন (১০) আমি নিঃসন্তান বিধবা মহিলা, আমার স্বামীর আগের স্ত্রীর দুজন ছেলে-মেয়ে আছে। এমতাবস্থায় আমার প্রাপ্য হক কী? আমি নিঃসন্তান হওয়ায় কি আমি সম্পদ পাব না?

কেরামত আলী, সাভার, ঢাকা

উত্তর ঃ আপনার মৃত স্বামীর দুজন ছেলে-মেয়ে থাকায় স্বামীর সম্পদে আপনার প্রাপ্য হার হলো ১/৮ এক অষ্টমাংশ। সম্পদের বণ্টন নিম্নরূপ হবে :

উল্লেখ্য যে, আপনি নিঃসন্তান হওয়ায় স্বামীর সম্পদে ১/4 এক চতুর্থাংশ পাবেন এই ধারণা ভুল : বরং এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে আপনার স্বামী সন্তান রেখে গেলেন কি না?

আপনার মৃত স্বামীর কোনো সন্তান না থাকলে একমাত্র স্ত্রী হিসেবে আপনি আপনার স্বামীর সম্পদের ১/4 এক চতুর্থাংশ পেতেন। যেহেতু আপনার স্বামী সন্তান রেখে গেছেন সেহেতু আপনার প্রাপ্য ১/৮ এক অষ্টমাংশ (২ আনা)। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

"আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য (স্ত্রীদের) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ ঋণ আদায় ও অসিয়্যাত পূরণের পর।[২]

[৯] *ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম- পৃ: ২৩৩*
[১০] *সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৫*
[১১] *সুনান আবূ দাউদ- হা : ১২০৫, হাদীসটি সহীহ।*

বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড
Bangladesh Ahl-Al-Hadith Ta'limi Board
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত
বার্ষিক ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার
২০২৩
১৪২৯-৩০ বঙ্গাব্দ
১৪৪৪-৪৫ হিজরী
01 JANUARY
02 FEBRUARY
03 MARCH
04 APRIL
05 MAY
06 JUNE
07 JULY
08 AUGUST
09 SEPTEMBER
10 OCTOBER
11 NOVEMBER
12 DECEMBER
আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন
আল হাদিস
বাৎসরিক শিক্ষা কার্যক্রম ২০২৩
বাৎসরিক ছুটির তালিকা ২০২৩
ব্যাংক হিসাব: "বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড", সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১৭৯০২০১৪৩০৪১৭, ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪, ফোন: ০২-২২৩৩৪৫৩৯৯, মোবাইল: ০১৮৪২২২৪৫৫৬, ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৯, Email: bahtb.dhaka@gmail.com, Web: www.jamiyat.org.bd